যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭
target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

ভালো কেরিয়ার গড়তে স্কুল জীবন থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন

অভ্র চৌধুরী (কেরিয়ার গ্রুমার)

ভবিষ্যতে কেরিয়ারে ভালোভাবে উন্নতি করার জন্য উচ্চমাধ্যমিকের পরেই বিষয় নির্বাচন করে নেওয়া প্রয়োজন। আর সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন জরুরি। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিভাবকের পছন্দ-অপছন্দের মূল্য দিতে গিয়ে শিক্ষার্থীর পছন্দ-অপছন্দের বিষয় উপেক্ষিত হয়। যার প্রভাব পড়ে অ্যাকাডেমিক রেজাল্টে। সবদিক বিবেচনা করে বিষয় নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিজেরই নেওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ একজন শিক্ষার্থীই সবচেয়ে ভালো বোঝে যে কোন বিষয় সে সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারবে এবং সেই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

নতুন নতুন বিষয়ে সনাতনী বিষয়গুলোর তুলনায় বেশি নম্বর পাওয়া সহজ। আবার কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলোতে স্বাভাবিকভাবেই বেশি নম্বর পাওয়া যায়। ভালো ফলের জন্য ভালো বিষয় বেছে নিতে হবে।

কিছু কিছু বিষয়ের সময়োপযোগিতা ও চাহিদা ব্যাপক। যেমন— বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে ব্যবসায় শিক্ষার চাহিদা রয়েছে। এ কারণে অনেকেই বিবিএ বা এমবিএ পড়তে চায়। আবার নতুন কিছু বিষয় আছে, যার কর্মপরিধি সীমিত। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর উচিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের চাহিদা ও এর কর্মপরিধি মূল্যায়ন। বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংগতি রেখে এবং ভবিষ্যৎ চাহিদার কথা বিবেচনা করে বিষয় নির্বাচন করা।

সায়েন্স নিয়ে পড়তে চাইলে পড়ার আগে দেখে নিতে হবে কটি বিষয়। সায়েন্সের প্রায় সব শাখায় অঙ্ক রয়েছে। তাই অঙ্কে ভয় পেলে চলবে না। নিজের চেষ্টায় অঙ্কের সমাধান করার প্রবণতা থাকতে হবে। ফিজিক্স তো বটেই, অনেক সময় কেমিস্ট্রিতেও রয়েছে ক্যালকুলাসের ব্যবহার। অনেকে মনে করেন, বায়োসায়েন্স নিলে অঙ্ক করতে হবে না। প্রাথমিক স্তরে হয়তো কাজে লাগবে না, তবে ভবিষ্যতে গবেষণায় অঙ্ক কাজে লাগতে পারে। বিজ্ঞান আমাদের যুক্তি দিয়ে বিচার করতে শেখায়। উপপাদ্য থেকে শুরু করে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সব কিছুতেই রয়েছে এর উপস্থিতি। সুতরাং, সায়েন্স নিয়ে পড়তে হলে ভালো লজিক্যাল এবিলিটি থাকা জরুরি।

আবার কেরিয়ার গড়ার ক্ষেত্রে আর্টস বা হিউম্যানিটিজ একেবারে ফেলনা নয়। বরং কয়েকটি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করলে ভালো রোজগার এবং সামাজিক সম্মান দুটোই রয়েছে। আর্টসে বিষয়বৈচিত্র ব্যাপক এবং এর পরিধিও অনেক। আর্টসের ছাত্র-ছাত্রীদের স্মৃতিশক্তি ভালো হওয়া জরুরি। এর সঙ্গে দরকার মৌলিক বিষয়ে লিখতে পারার ক্ষমতা। কোনও বিষয় সম্পর্কে নিজের মতামত দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সিন্থেসিস করার ক্ষমতাও

এরপর দুইয়ের পাতায়

কর্মক্ষেত্রে নিজেকে দক্ষ কর্মী হিসাবে গড়ে তুলুন

চৈতি নাথ (কেরিয়ার অ্যাডভাইসর)

কাজ জানা লোকের কদর চিরকাল ছিল, আগামী দিনে থাকবেও। এটি বাস্তব। অর্থাৎ কর্মজগতে যে বিশেষ গুণটির চাহিদা রয়েছে সেটি হল দক্ষতা। এই কাজটি কোনও স্কুল-কলেজ থেকে অর্জন করা যায় না, এটির মধ্যেও আছে আন্তরিকতা ও ভালোবাসা। কারণ দক্ষতা আপনি সেই কাজেই দেখাতে পারবেন যে কাজের প্রতি আপনার ভালোবাসা রয়েছে। দক্ষতা, কর্তব্য, দায়িত্ববোধ— এই জিনিসগুলি মানুষকে বলে শেখানো যায় না। তবে কর্মক্ষেত্রে এই গুণগুলির অগ্রাধিকার রয়েছে। এই গুণগুলির মাধ্যমে আপনি কর্মক্ষেত্রে নিজের ভালো কাজের জন্য অবশ্যই মর্যাদা পাবেন।

বর্তমানে কাজের পরিবেশ প্রতিযোগিতামূলক। তবে যে কাজটিই আপনি করবেন সেই কাজে আপনাকে পারদর্শী হয়ে উঠতে হবে। সেই ইচ্ছেশক্তি যেন আপনার মধ্যে থাকে। ভালোবাসার কাজটি যদি আপনি পেয়ে যান, সেখানে আপনি আপনার দক্ষতা প্রমাণ করবেন, সেটাই স্বাভাবিক। তবে আমরা সব সময় আমাদের পছন্দ অনুযায়ী কাজ পাই এমনটাও নয়। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার কথা মাথায় রেখে অনেক সময় আমাদের অনের চাকরি বেছে নিতে হয়। তবে যে কাজই আপনি করুন না কেন, অল্পদিনের মধ্যে আপনাকে সেখানে দক্ষতা প্রমাণ করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে টিকে থাকতে গেলে নিজের পারদর্শিতা প্রমাণ করার জন্য আপনাকে খুব তাড়াতাড়ি সেই কাজটি শিখে নিতে হবে। একটি কোম্পানিতে চিরকালই দক্ষ কর্মীর চাহিদা

রয়েছে। কর্তৃপক্ষও আপনার এই গুণটির অবশ্যই কদর করবে।

দক্ষতা এমনই একটি গুণ যা আপনাকে সব সময় চাকরির ক্ষেত্রেই দেখাতে হবে এমনটি নয়, আপনি যদি হাতের কাজ যেমন ইলেকট্রিকের কাজ, কাঠের কাজ প্রভৃতি বিষয় দক্ষ হন বা সৃজনশীলতার মনোভাব থাকে তাহলে সেই সমস্ত বিষয়গুলিও আপনি তুলে ধরতে পারেন, সেই কাজের ক্ষেত্রে নিজের একটি জগৎও আপনি তৈরি করতে পারেন। সত্যি কথা বলতে যে ব্যক্তির হাতের কাজে দক্ষতা থাকবে তার কোনও দিন কাজের অভাব হবে না। আর সব থেকে বড় কথা হল, আপনি নিজের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পাবেন, সেই সঙ্গে নিজের সৃষ্টি যখন মানুষের কাছে প্রশংসিত হয় তখন সেটাই আপনার কাজের স্বীকৃতি। যা আপনার কাজ করার স্পৃহাকে আরও বাড়িতে তুলতে সাহায্য করে। আর কাজে আপনি যত মনোনিবেশ করবেন, ততই আপনি

এরপর দুইয়ের পাতায়

চার থেকে সাত পাতায় শুধুই জীবিকার খোঁজখবর

- ফুড কর্পোরেশনে ১২৩৩ ওয়াচম্যান নিয়োগ
- ২৫৪ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর নিয়োগ
- ইন্ডিয়ান অয়েলে বেশ কিছু অফিসার নিয়োগ
- তিন বাহিনীতে ৪১৪ জন অফিসার নিয়োগ
- বিভিন্ন পদে ১৫১ জন কর্মী নেবে গ্যাস অথরিটি অব ইন্ডিয়া
- সেনাবাহিনীতে সরাসরি কয়েকশো জওয়ান নিয়োগ
- ২৬ জন মজদুর নিচ্ছে ইস্টার্ন কমান্ডের কলকাতা হেড কোয়ার্টার্স
- সিএসআইআর নেট পরীক্ষা
- উড অ্যান্ড প্যানেল প্রোডাক্ট টেকনোলজির স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স
- রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ে উচ্চমাধ্যমিক কোর্স
- এটিডিসি-তে বস্ত্রশিল্পের কর্মমুখী ট্রেনিং

আটের পাতায়:

- কেরিয়ার ইনফো
- কেরিয়ার জিজ্ঞাসা

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭

কেরিয়ার ডিসকাস

বেকাররা আর চাকরি খুঁজছে না!

ভারতে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। এটা বর্তমানে একটা স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, ভারতে বেকারের সংখ্যা বাড়লেও বেকার যুবক-যুবতীরা কিন্তু আর চাকরি খুঁজছেন না। শুনতে অবাক লাগলেও এই ঘটনাই সত্যি। এমন তথ্য উঠে এসেছে Centre for Monitoring Indian Economy-র রিপোর্টে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী, জানুয়ারিতে গোটা দেশে বেকারের সংখ্যা ছিল ৪০৮.৪ মিলিয়ন। চাকরি খুঁজছিলেন ২৫.৯ মিলিয়ন।

আগামী সাত মাসে এই সংখ্যায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। Centre for Monitoring Indian Economy-র রিপোর্ট বলছে, জুলাইয়ের শেষে বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০৫.৪ মিলিয়ন। কিন্তু চাকরি খুঁজছেন মাত্র ১৩.৭ মিলিয়ন।

এখন প্রশ্ন উঠছে হঠাৎ করে কেন বেকাররা চাকরির খোঁজা ছেড়ে দিলেন?

এর একটা প্রধান কারণ হতে পারে, বেকাররা চাকরির পিছনে না ছুটে ব্যবসায় মন দিচ্ছেন। এর পিছনেও একটা কারণ রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবসাতে উৎসাহ দিতে একাধিক প্রকল্পের সূচনা করেছে। মুদ্রা ব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। এরই সুযোগ নিচ্ছেন যুবক-যুবতীরা।

আর একটা কারণ হতে পারে, বেকাররা আরও পড়াশোনা করতে চাইছে। আমেরিকা ও ইউরোপে আর্থিক মন্দার সময়ে বেকাররা হাতের কাজের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। সেটা ভারতের ক্ষেত্রেও হতে পারে। এদেশেও বিভিন্ন সংস্থায় দক্ষ কর্মী নেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু, এর মধ্যেও যদি কোনওটাই না হয়? তাহলে বেকার যুবক-যুবতীরা আর কিছুই করছেন না। তাঁরা উদ্যমহীন হয়ে পড়েছেন। এটা হলে তা যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয়। চাকরি না পেয়ে হতাশ হয়ে অনেকে আত্মঘাতী হচ্ছেন। কেউ কেউ অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ছেন

Centre for Monitoring Indian Economy-র সিইও মহেশ ব্যাসের কথায়,

উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশায় চাকরিপ্রার্থীদের সংখ্যা কমে গিয়েছে। এই রাজ্যগুলি ততটা উন্নত নয়। এখানে কমবয়সিদের সংখ্যাও বেশি। বেকার যুবকদের কাছে কাজ নেই। তা সত্ত্বেও তাঁরা কাজ খুঁজছেন না। এমনটা হলে তাঁরা অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়তে পারেন, এ সম্ভাবনা থেকে যায়।'

সফল কেরিয়ার গড়ে তোলার জন্য 'target@কেরিয়ার'-এ আপনারা কী কী জানতে চান মেল করে জানান আমাদের।

ব্যবসায় নিজেকে তৈরি করা

ব্যবসা শুরু করতে হলে সঠিক পরামর্শকে কাজে লাগান

সুকান্ত দত্তগুপ্ত
(কেরিয়ার অ্যাডভাইসর)

সকলেই ব্যবসা শুরু করেন একরাশ স্বপ্ন নিয়ে। কিন্তু কোথাও একটা ভয় হয়তো আপনাকে তাড়া করে বেড়ায়, যদি ব্যবসায় সফলতা লাভ করতে না পারি। তবে ব্যবসা শুরু করতে হলে পরিকল্পনা যেমন জরুরি, তেমনই জরুরি মূলধন। তবে এই সবকিছু ছাপিয়ে এমন কিছু পরামর্শের প্রয়োজন যা ব্যবসা করতে গেলে কাজে লাগবে। ব্যবসা শুরু করেছেন বা ছোটখাটো ব্যবসা আছে এমন যে কেউ নিজ নিজ জায়গায় বিশেষজ্ঞ। তাঁদের কাছ থেকেও মূল্যবান উপদেশ আপনি পেয়ে যেতে পারেন। তবে অনেক সময় ঠিকমতো উপদেশ না পেয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে অনেকেই বিপদে পড়েন।

এই ১৫টি টিপস মেনে চললে আপনি এবং আপনার ব্যবসা বিপদমুক্ত থাকবে। কোনও একটা সময় এগুলি আপনার কাজে লাগবে।

● আর্থিক স্থিতি বজায় রাখুন

ব্যবসায় ব্যর্থতার কমন একটা কারণ, টাকা ফুরিয়ে যাওয়া বা মানি প্রোবলেমে পড়া। যদি দেখেন অর্থনৈতিক সমস্যা আছে বা আসতে চলেছে তাহলে সবার আগে এই সমস্যার সমাধান করুন।

● মূল সমস্যা খুঁজে বের করুন

কোনও ব্যবসার ৯০ শতাংশ সমস্যা হল ম্যানেজমেন্ট-এর সমস্যা। যখন ব্যবসা ঠিক চলছে না তখন প্রথম কাজ হল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সমস্যা খুঁজে বের করা।

● কর্মচারীদের উপযুক্ত সম্মান দিন

ছোট-বড় প্রতিটা কোম্পানির ক্ষেত্রেই এটা সত্য। ভালো কর্মী হারানো কোম্পানির ক্ষতি। তাই সফল ব্যবসায়ীদের লক্ষ রাখা উচিত যেন যোগ্য কর্মী বা এমপ্লয়িরা ঠিকভাবে উৎসাহিত হয়। কর্মচারীরা আপনার সন্তান না, আপনার কাজের সহকারি তারা। যদি আপনার কর্মচারীদের সঙ্গে সন্তানের মতো ব্যবহার বা অপব্যবহার করতে শুরু করেন তাহলে আপনারই সমস্যা হবে।

● 'হ্যাঁ' এবং 'না' বলতে শিখুন

যে কোনও ব্যবসার মালিক এবং প্রতিষ্ঠাতার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি শব্দ হল 'হ্যাঁ' এবং 'না'। এই দুটি শব্দ ব্যবহার করতে শিখুন। 'হ্যাঁ' এবং 'না' ব্যবহারের অর্থ হচ্ছে আপনি প্রোবলেম সলভ করার জায়গায় আছেন। আপনার কোম্পানি কী করে এবং কী করে না সে ব্যাপারে আপনি যত স্পষ্ট থাকবেন ততই এই 'হ্যাঁ' এবং 'না' আপনি বলতে পারবেন।

● কাস্টমারদের কথা শুনুন

কাস্টমারদের কথা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করুন। তাঁদের মতামত থেকে আপনি এমন কিছু মূল্যবান পরামর্শ পেতে পারেন, যা আপনার ব্যবসার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে।

● ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা ও স্বজনপ্রীতি

প্রথম জিনিসটা আপনি কীভাবে প্রতিষ্ঠান চালাবেন তাতে কাজে লাগে— সামর্থ্য ও অর্জন বিবেচনা করে পুরস্কার, স্বীকৃতি ও প্রতিদান। দ্বিতীয়টা কাজে লাগে আপনি কীভাবে আপনার প্রতিষ্ঠান চালাবেন না, তার জন্য পছন্দের লোকদের প্রাধান্য দেওয়া বা না-দেওয়ার ব্যাপারটা নির্ভর করছে।

● নিজের ক্ষমতা বা সামর্থ্যে আস্থা রাখুন

এটা প্রায় সবাই বলে, কিন্তু বেশিরভাগ সময় এটার আসল অর্থ কেউ বোঝে না। আপনার কী মনে হচ্ছে বা সেলফ ইনস্টিংক্ট কিন্তু খুবই মূল্যবান সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে। তবে প্রায় সময়ই দেখা যায়, অনুশোচনা করতে করতে আমরা বলি, ধুর, আমি আগেই জানতাম এটা খুবই বাজে আইডিয়া। আপনার ইনস্টিংক্টের কথা কখন শুনবেন তা জানতে হবে। ধীরস্থির হন, শান্ত থাকুন, নিজের কথা শুনুন।

● আপনার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত রাখুন

বেশিরভাগ লোকই জানে না কপিরাইট, ট্রেডমার্ক, ট্রেড সিক্রেট এবং পেটেন্টের মধ্যে পার্থক্য কী। দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তিগুলি যদি আপনি রক্ষা না করতে পারেন তাহলে দ্রুতই প্রতিযোগিতায় নামার যোগ্যতা হারাবেন।

● গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি পড়তে ও লিখতে শিখুন

ওই প্রবাদটা জানেন যে ভালোভাবে বেড়া দিলে ভালো প্রতিবেশী তৈরি করা যায়? ব্যবসার ক্ষেত্রেও তাই। আপনার চুক্তিগুলি যত কার্যকরী, আপনার ব্যবসায়িক সম্পর্কগুলিও তত ভালো থাকবে।

● ব্যবসার সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনকে মেলাবেন না

সঠিক ব্যবসাসত্তা তৈরি করুন এবং ব্যক্তিগত জীবন থেকে এটাকে আলাদা রাখুন।

● ব্যবসার জন্য অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকুন

আপনি যদি আপনার ব্যবসার খরচ, মুনাফা, মূলধন চাহিদা, বকেয়া, ট্যাক্স রেট ইত্যাদি সহ এই ধরনের জিনিসগুলি সম্পর্কে পরিষ্কার না থাকেন তাহলে আপনি ব্যবসা নিয়ে বিপদে পড়তে পারেন।

● জানার পরিধিটা বাড়াতে হবে

সফল ব্যবসায়ীদের বড় একটা গুণ বা কাজের জিনিস তাঁদের বিনয়। নতুন যাঁরা ব্যবসা শুরু করবেন তাঁদের জন্যও এটা দরকারি। অনেকবারই এমন হবে যে আপনি ভাববেন আপনি যদি আগে থেকে জানতেন।

প্রতিটি ব্যর্থ কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতার জন্য দায়ী ভুল কিছু পরিকল্পনা। প্রথমে সেই বিষয় সম্পর্কে কিছু বোঝা না গেলেও পরে ব্যবসার ক্ষতি হলে নিজের ভুলের জন্য আপনি নিজে আফশোষ করবেন।

● সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য তাড়াহুড়ো নয়

ব্যবসা বড় করতে হলে কোনও হঠকারি সিদ্ধান্ত নেবেন না। এমনকী তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়াটাও ঠিক নয়। মার্কেটের অবস্থা ও লোকের চাহিদার কথা মাথায় রেখে ব্যবসার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

ভালো কেরিয়ার গড়তে...

প্রথম পাতার পর

থাকা চাই। এছাড়াও থাকা চাই ভাষার ওপর দখলদারি। ইংরেজি এবং নিজের মাতৃভাষা, দুটি ভাষাতেই দক্ষতা প্রয়োজন। আর্টসের এমন কিছু বিষয় আছে, যেগুলো কেবল মুখস্থ করলেই চলে না। আর্টসের ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্যের নেপথ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্যাপাবিলিটির ভূমিকা আছে। পরীক্ষার খাতায় হোক বা কর্মক্ষেত্রে, নিজের বক্তব্য সঠিকভাবে ব্যক্ত করার গুণ আর্টসের একজন শিক্ষার্থীর থাকা উচিত। সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের প্রশ্নাবলির উত্তরের মান ভালো করার জন্য আর্টসের শিক্ষার্থীদের বেশি পরিশ্রম করতে হয়। প্রয়োজনবোধে একাধিক রেফারেন্স বইয়ের সাহায্য নিয়ে উত্তর তৈরির কাজ করতে হবে। আর্টস বা হিউম্যানিটিজে পড়তে গেলে শিক্ষার্থীদের ধৈর্য থাকাটা ভীষণ জরুরি।

অন্যদিকে সংখ্যাই কমার্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। শেয়ার মার্কেটের সূচক, বিভিন্ন কোম্পানির ব্যালান্সশিট সবই সংখ্যার খেলা। কমার্স বিষয়টি ডেবিট-ক্রেডিটের নিয়মে বাধা। এক্ষেত্রে যে যত বেশি যুক্তি দিয়ে ভাবতে পারবে, তার সাফল্যের সম্ভাবনা তত বেশি। কমার্সের শিক্ষার্থীরা যেসব পেশায় যাবে, সেখানে একই কাজ বার বার করতে হতে পারে। প্রতিদিনই জার্নাল এন্ট্রি করা, ডেবিট-ক্রেডিট মেলানো প্রভৃতি করতে গিয়ে কাজে একঘেয়েমি আসতে পারে। তাই আগ্রহী শিক্ষার্থীদের হতে হবে ধৈর্যশীল।

যুগোপযোগী বিষয়ে পড়াশোনা করলে কর্মজীবনে সফল হওয়া সহজ। উচ্চমাধ্যমিক পাসের পর স্বল্পসময়ে স্বল্পখরচে সময়োপযোগী বিভিন্ন কোর্স করা যেতে পারে। কোর্স সম্পন্নকারীদের দেশে ও বিদেশে রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। বর্তমান সময়ে গতানুগতিক পেশার বলয় ভেঙে বেরিয়ে আসছে তারুণ্য। পেশা হিসাবে তারা বেছে নিচ্ছে যুগোপযোগী ও সৃজনশীল সব কাজ। নানা ধরনের পড়াশোনা নতুন নতুন পেশার দরজা খুলে দিচ্ছে। তাই কেরিয়ারের শুরুটা অবশ্যই সঠিক পড়াশোনার মাধ্যম বেছে নেওয়া উচিত।

কর্মক্ষেত্রে নিজেকে...

প্রথম পাতার পর

আপনার দক্ষতাকে বাড়িতে তুলতে পারবেন। কারণ দক্ষতার মাধ্যমেই আপনার উদ্ভাবনী শক্তির প্রকাশ পাবে।

তবে এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে কর্মমুখী শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছে ভারত সরকার। নানা ধরনের স্কিমের মাধ্যমে কর্মপ্রার্থীদের দক্ষতা বাড়িয়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি কলেজ স্কিম, ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের নানা কর্মসূচি।

তবে যে মাধ্যমেই আপনি নতুন কিছু শিখছেন, তা ভালো করে শেখা উচিত। আর ভালো করে শেখার জন্য দরকার আগ্রহ বা শেখার ইচ্ছে। সেইসঙ্গে দরকার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তাহলেই আপনি কী কাজ করছেন বা কেন করছেন সেটি সম্পর্কে নিধারিত ধারণা আপনার থাকবে। কোনও কাজই তাড়াহুড়ো করে শিখে নিয়ে সাফল্য আসতে পারে না। সব কিছুর জন্যই নির্দিষ্ট সময় লাগে। চাইলে যেমন কোনও কিছু পাওয়া যায় না, তেমনি কষ্ট বা পরিশ্রম না করলে কোনও উদ্যোগ সফল হয় না। তাই ভালো কেরিয়ার গড়তে হলে ধৈর্য, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, শেখার আগ্রহ এইগুলি খুব প্রয়োজনীয়।

নিজের সুপ্ত মেধা চিনে নিতে হবে

একটি সুস্থ, স্বাভাবিক কেরিয়ার গঠনে শিক্ষার কোনও বিকল্প নেই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় এবং দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও পরিপূর্ণ শিক্ষার অভাবে অনেকেই সেই দক্ষতাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে না। পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করা। নিজেকে মেধাহীন কিংবা অন্যদের চেয়ে কম মেধাবী মনে করলে চলবে না, বরং যতটা সম্ভব লেখাপড়া করতে হবে। খাওয়া-দাওয়া ভুলে কিংবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কিছু করাই ফলদায়ক নয়, তেমনি পড়াশোনাও। যতক্ষণ শরীর এবং মন সায় দেয় ততক্ষণ পড়াশোনার পেছনে সময় ব্যয় করা উচিত, তার বেশি নয়। একটা বিষয়ে ভালো মার্কস অর্জন করার জন্য প্রতিদিন ২-৪ ঘণ্টা পড়াশোনা করাই যথেষ্ট। তবে মুখস্থ বা পরীক্ষায় পাস করার জন্য নয়, সত্যিকারের কিছু শেখার জন্য, একটা বিষয় আয়ত্ত করার জন্যই পড়াশোনা করা উচিত। শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে কোনওরকম মান-অভিমান, লজ্জা, দম্ভ কিংবা অহংকার গ্রহণযোগ্য নয়। এসব বাধা কাটিয়ে সত্যিকারের শিক্ষালাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই প্রত্যেকের। নির্দিষ্ট বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক বিষয়েও দক্ষতা অর্জন জরুরি।

সময়ের গুরুত্ব সবসময়েই অনস্বীকার্য। তবে কেরিয়ার তৈরির সময় অন্যরকম গুরুত্ব বহন করে। বস্তুত এখানে সময়ের সৎ ব্যবহার করতে অপারগ হলে, না-পাওয়ার বেদনায় বাকি জীবনটা ছারখার হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যদিও এই কেরিয়ার তৈরির সময়টা অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ, দুঃখজনক হলেও জীবনের এই স্তরেই সময়ের সবচেয়ে যথেচ্ছ ব্যবহার হয়ে থাকে। অপরিপক্ব বয়স এবং তারুণ্যের উচ্ছ্বাস গুরুত্বপূর্ণ এবং গুরুত্বহীন কাজের পার্থক্য নিরূপণের অন্তরায় হয়। যার কারণে মনের অজান্তেই অনেকে জড়িয়ে পড়ে অহেতুক সব অপ্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডে। তার সঙ্গে বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির সহজলভ্যতা সময়ের ব্যাপারে তরুণ সমাজকে উদাসীন করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। উপরন্তু সময়ের কাজ যথাসময়ে না করে ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রাখাটা কেরিয়ারে সফলতা লাভের বিরাট অন্তরায়। এর থেকে পরিত্রাণের জন্য দরকার সময়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। প্রতিদিনের পড়াশোনা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সম্পাদন একটা পরিকল্পনার মাধ্যমে করা একান্ত প্রয়োজন। সেই সঙ্গে খেলাধুলো এবং সুস্থ বিনোদনের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বরাদ্দ করাও অত্যাবশ্যক।

সময়ের সঙ্গে অগ্রাধিকার বিষয়টিও বেশ গুরুত্বের দাবি রাখে। সময় এবং অগ্রাধিকার নির্বাচন বিষয় দুটি একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সঠিক সময়ে সঠিক কাজটা করতে পারার ভিত্তিটাই হল অগ্রাধিকার নির্বাচন করা। ছেলে-মেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্বাচন করতে ব্যর্থ হয়। ফলশ্রুতিতে, সঠিক সময়ে সঠিক কাজ কিংবা সময়ের কাজ সময়ে করা কারও কারও পক্ষে কখনও কখনও সম্ভবপর হয় না। স্থান, কাল এবং পাত্রভেদে অগ্রাধিকার ভিন্নতর হতে পারে। অগ্রাধিকার নির্বাচনের সঙ্গে চরিত্রগত ব্যাপারটিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সমকালীন সময়ে প্রচলিত ধারাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। তবে ক্ষেত্রবিশেষে চলমান ধারার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারাটাও বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। সফল কেরিয়ার গড়ার উদ্দেশ্যে হলেও নীতির বিষয়ে আপোষ, রফা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই ব্যাপারে শুধুমাত্র কেরিয়ার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রকেই গুরুত্ব দিতে হবে।

যথেষ্ট মেধা এবং দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও গৌরবময় কেরিয়ার গঠনের নিশ্চয়তা নেই। সেক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থা মেনে নিয়ে আরও সাধনা করাটাই অধিকতর যৌক্তিক। জীবনের যে কোনও পর্যায়ে হতাশ হওয়ার কোনও সুযোগ নেই, সেটা ছাত্রজীবনই হোক কিংবা পেশাগত জীবন। হতাশা থেকে মানুষের মধ্যে আস্তে আস্তে নিজের উপর অনাস্থা বৃদ্ধি পেতে থাকে, নিজের মেধা এবং পারদর্শিতা নিয়ে নিজের মধ্যেই প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষের স্বাভাবিক আচরণ থেকে শুরু করে জীবনযাপনে লক্ষ করা যায় ব্যাপক পার্থক্য। অতিরিক্ত হতাশা মানুষকে ক্রমশ অপরাধ প্রবণতা এমনকী আত্মহত্যার দিকে নিয়ে যায়। নির্দিষ্ট সময়ে কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে পৌঁছতে না পারলেও হাল ছেড়ে দেওয়াটা চরম বোকামি। বরং বার বার প্রচেষ্টা এবং অধ্যবসায় একজনকে পৌঁছে দিতে পারে সাফল্যের শিখরে। এক্ষেত্রে ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই।

সফল কেরিয়ার গড়তে পারিপার্শ্বিক অবস্থা কিংবা বিভিন্ন পেশা সম্পর্কে যে ধরনের জ্ঞান থাকা দরকার, তা অনেকের মধ্যেই অনুপস্থিত। পারিবারিক চাহিদা এবং গোঁড়ামিও কারও কারও ক্ষেত্রে ঋণাত্মক ভূমিকা পালন করে। তাই আত্মসচেতনতা সৃষ্টি করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজনের পারদর্শিতা কিংবা আগ্রহের ব্যাপারে সে নিজেই সবচেয়ে বেশি জানে। সেজন্য অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়, অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করে নিজের সিদ্ধান্তটা নিজেই গ্রহণ করা উচিত। বর্তমান যুগে সফল কেরিয়ার গঠনের বেশ কিছু ক্ষেত্র রয়েছে, যার মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি অন্যতম। তথ্যপ্রযুক্তির যে কোনও একটা ছোটখাটো বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন দেশ-বিদেশে সফল কেরিয়ার গঠনে রয়েছে ব্যাপক সম্ভাবনা। ব্যবসা, প্রশাসন, প্রযুক্তি— যে কোনও বিষয়ের গবেষণাকর্ম অথবা হিসাব বিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও রয়েছে অপার সম্ভাবনা। এছাড়া বাংলা এবং ইংরেজির পাশাপাশি যে কোনও বিদেশি ভাষা শিক্ষা কেরিয়ারের পথ উন্মুক্ত করতে দারুণভাবে সহায়ক হতে পারে। নিজের মেধা এবং দক্ষতা নিজের মধ্যে লুকিয়ে না রেখে তার যথাযথ বিকাশ সাধন করতে হলে স্বীয় প্রচেষ্টাই যথেষ্ট। নিজের সুপ্ত মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের মাধ্যমেই জীবনে সফলতা লাভের বন্ধ দরজা খুলে যেতে পারে।

ফেসবুককে করে তুলুন আপনার রোজগারের মাধ্যম

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের সকলের মধ্যে ফেসবুকপ্রীতি রয়েছে। বেশিরভাগ সময়ে আমরা ফেসবুকে বুঁদ হয়ে থাকতে ভালোবাসি। ফেসবুক থেকে যেমন অনেক অজানা তথ্য পাওয়া যায়, তেমনই অনেক সময় ফেসবুককের মাধ্যমে কিছু অসৎ মানুষ সমাজবিরোধী কাজও করে থাকে। এই কারণে কেউ না কেউ প্রতিনিয়ত ধর্ষণ, ইভটিজিং, হয়রানি ইত্যাদি নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তাই একাংশ মানুষের মতে, ফেসবুক-এর কাছ থেকে পাওয়ার কিছু নেই, মানুষকে আরও সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যাবে এই মাধ্যম। তবে ফেসবুকের শুধুমাত্র একটা দিক দেখলেই চলবে না, ফেসবুক মনোরঞ্জনের পথ ছাড়াও মানুষের একাকীত্বভাবকে অনেকটা দূরে রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও নিজের পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কথা বলে নিজেকে ভালো রাখার একটা উপায় বলা যেতে পারে। কম-বেশি বেশিরভাগ মানুষই নিজের প্রশংসা শুনতে ভালাবাসেন। নিজের ছবিতে লাইক বা কমেন্টের মতো দিকগুলিও মানুষকে আলাদা করে ভালো রাখতে সাহায্য করে।

ফেসবুকের যে খারাপ দিকটির কথা বলা হচ্ছে, মাথায় রাখতে হবে ফেসবুক কিন্তু তার জন্য তৈরি হয়নি। ইস্পাতের ছুরি যখন একজন ডাক্তারের হাতে থাকে তখন সেটা হয়ে ওঠে জীবনদানকারি। আবার এই ছুরি-ই যখন একটা চোর বা ছিনতাইকারির হাতে পড়ে তখন সেটা হয়ে যায় জীবন ধ্বংসকারী। তাই বলা যায়, মানুষ একটি মাধ্যমকে কীভাবে ব্যবহার করবে, তার নিজের খুশি। বলা যেতেই পারে ফেসবুক-এর ব্যবহার আপনার জীবনে আশীর্বাদ হয়ে আসতে পারে, আর আপনি যদি সেটিকে অপব্যবহারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন সেটি আপনার নিম্ন রুচিবোধের পরিচয় ছাড়া আর কিছু নয়। তবে এইসব দিকগুলি ছাড়া ফেসবুক থেকে আপনি আরও কিছু সুবিধা পেতে পারেন।

ফেসবুকও আপনার টাকা রোজগারের মাধ্যম হতে পারে। কীভাবে এই মাধ্যমটিকে আপনি আপনার পজিটিভ কাজে লাগাবেন সেটা ভাবা দরকার।

ফেসবুকে কিছু বিদেশি বন্ধু তৈরি করে নিন। এঁরাই কিন্তু আপনার অ্যাসেট। তাঁদের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরকম সহযোগিতা পাবেন। যা এক কথায় বলে বোঝানো যাবে না। কোনও সময় বিশেষ প্রয়োজনে এই সহযোগিতা টের পাবেন। যা আপনার অনেক কাজে লাগবে। সুতরাং বিভিন্ন বিদেশি ফ্যানপেজে যান, সেগুলোর সঙ্গে যুক্ত থাকুন, পড়ুন। বিভিন্ন জনের দেওয়া বিভিন্ন স্ট্যাটাসে কমেন্ট করুন, কমেন্টের গঠনমূলক রিপ্লাই দিন। দেখবেন তাঁদের সঙ্গে আপনার একটা সখ্য গড়ে উঠবে। যা ভবিষ্যতের সাঁকো হিসাবে বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

ফেসবুকের দুটো বড় বিষয় হচ্ছে— ফেসবুক গ্রুপ এবং ফেসবুক ফ্যানপেজ। এগুলোর সম্পর্কে যদি আপনার ধারণা না থাকে তাহলে গুগলে সার্চ করুন। খুব সহজেই জেনে যাবেন, বুঝে ফেলবেন।

জানার পর ফেসবুকে এক বা একাধিক গ্রুপ এবং ফ্যানপেজ ওপেন করুন। এবং ওই গ্রুপগুলোতে নিয়মিত তথ্য প্রদান করুন। দেখবেন ধীরে ধীরে আপনার কমিউনিটি বড় হচ্ছে।

একটা বিষয় সবসময় মনে রাখবেন, এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় শক্তি হল মনুষ্য শক্তি— Manpower. লোকবল যদি আপনার থাকে তাহলে আপনি অনেক কিছুই করতে পারবেন। ধরুন আপনার কলমের উপর একটা ফেসবুক ফ্যানপেজ আছে। যেখানে গত এক বছর আপনি কলম নিয়ে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করেছেন। ফলে গত এক বছর ধরে নিন কমপক্ষে আপনার ফেসবুক ফ্যানপেজে এক লক্ষ লাইক আছে। মানে আপনার কমিউনিটি হচ্ছে এক লক্ষ মানুষের। এতদিন ওরা আপনার দেওয়া বিভিন্ন তথ্য পড়েছে, মজা পেয়েছে, ভালো লেগেছে বলেই তো ওরা আপনার সঙ্গে এতদিন আছে।

ভেবে দেখুন, সবাই কিন্তু কলম পছন্দ করে। এখন এই গ্রুপে যদি আপনি একটা কিছু পোস্ট করেন আপনি কলম বিক্রি করবেন, দেখবেন অনেকেই আগ্রহী হবে কেনার জন্য। যদি তাদের মাঝে মাত্র ১ শতাংশ লোকও আপনার কলম কেনে তাহলে আপনি মাত্র একটা পোস্ট/স্ট্যাটাস দিয়ে কতগুলো কলম বিক্রি করতে পারছেন?

আপনি যদি একটু বুদ্ধিমান হন, তাহলে বিক্রি করার জন্য আপনি অ্যামাজন/ইবে বা ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি থেকে আনকমন টাইপের কিছু কলম মার্কেটিং করবেন। এতে কলম কেনা আগ্রহী মানুষের সংখ্যা অনেক অনেক বেড়ে যাবে। এবার বুঝতে পারছেন তো কীভাবে একটা ফেসবুক গ্রুপ বা ফেসবুক ফ্যানপেজ থেকে আয় করা যায়? এভাবে ফেসবুক ব্যবহার করে অনেকেই লক্ষ টাকা উপার্জন করছেন।

হ্যাঁ, এটা আরেকটা বড় মাধ্যম ফেসবুকে অর্থ রোজগার করার। একটা ফ্যানপেজ বানান। গ্রাফিক ডিজাইন শপ বা ফেসবুক কভার ফোটো ডিজাইন অথবা এই টাইপের কিছু নাম দিয়ে। এবার এখানে আপনার নিজের ডিজাইন কিছু ছবি/ডিজাইন আপলোড করুন ফেসবুকের কভার ফোটো মাপের। কভার ফোটো কি সেটা নিশ্চয়ই জানা।

এবার ফেসবুকে বিভিন্ন বিদেশি ফ্যানপেজ বা গ্রুপের মডারেটর বরাবর ম্যাসেজ করুন যে আপনি কভার ফোটো ডিজাইন করেন। তাদের ফেসবুক গ্রুপ বা ফ্যানপেজের কভার ফোটোটা আপনি সুন্দর করে ডিজাইন করে দেবেন খুবই স্বল্পমূল্যে। সঙ্গে আপনার নিজের ফেসবুক ফ্যানপেজে যেসব ডিজাইন আছে সেই লিংকগুলি দিন তাঁদের স্যাম্পল হিসাবে দেখার জন্য। দেখবেন এভাবে কিছুদিন মার্কেটিং করলে কাজ পেতে শুরু করেছেন।

মার্কেটপ্লেসে বিড করতে হচ্ছে না, কোনও ঝামেলা নেই। শুরুতে কাজ পেতে হয়তো একটু ঝামেলা হবে। কিন্তু দেখবেন ধীরে ধীরে আপনি ঠিকই কাজ পাচ্ছেন। একটা সময়ে গিয়ে আপনাকে আর মার্কেটিং করতে হবে না। দেখবেন বিভিন্ন রেফারেন্সে থেকে চটজলদি কাজ পাচ্ছেন।

এসব কভার ফোটো ডিজাইন করতে গ্রাফিক্সে খুব বেশি দক্ষতার প্রয়োজন নেই। অনেক সময় ক্লায়েন্ট ফোটো দিয়ে বলেন ফোটোটা অ্যাডজাস্ট করে হালকা কিছু কাজ করে দেওয়ার জন্য। যা আরও সহজ কাজ।

একজন নতুন ব্যক্তিও ইউটিউব ঘেঁটে হালকা কিছু ফোটোশপ টিউটোরিয়াল দেখে কাজ শুরু করতে পারেন। আশা করি, আপনিও পারবেন। শুরুতে কাজ পেতে দেরি হলে হতাশ হবেন না। ভালো কাজ করলে একদিন ঠিকই প্রচুর কাজের অফার আপনার দরজায় কড়া নাড়বে।

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭

চটের ব্যাগের ব্যবসা

জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বর্তমানে দোকানে-বাজারে চটের ব্যাগের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। একটি নির্দিষ্ট মেশিনের সাহায্যে এই ধরনের চটের ব্যাগ বা বস্তা তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে স্বনির্ভর হতে পারেন। আবার নিজের সৃজনশীলতা মিশিয়ে সাধারণ চটের ব্যাগের ওপর কারুকার্য ফুটিয়ে তুলতে পারেন, যা এক কথায় হয়ে উঠতে পারে অসাধারণ। আজকাল অনেকেই এই ধরনের ছোটখাটো ব্যবসা করে স্বনির্ভতার পথ বেছে নিচ্ছেন।

কীভাবে শুরু করবেন: প্রথমে বাজার থেকে চটের রোল ও জুটের সুতলি কিনে আনতে হবে। বড়বাজারের পোস্তা অঞ্চলে এবং চাঁদনি চক এলাকায় চটের বড় বাজার আছে। যদি শৌখিন ব্যাগ তৈরি করতে চান, তাহলে উজ্জ্বলতা আনতে চটটিকে বিভিন্ন কেমিক্যাল দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। এরপর যেরকম সাইজের ব্যাগ বানাতে চান, সেইরকম সাইজের চট কেটে নিতে হবে। এরপর সেই চটকে জুট ব্যাগ মেকিং মেশিনে রেখে, জুটের সুতলি লাগিয়ে মেশিন চালু করলেই নির্দিষ্ট জায়গায় সেলাই হয়ে যাবে। এই মেশিনটির জন্য মোটর লাগবে ১/২ হর্সপাওয়ার এবং বিদ্যুৎ লাগবে ২২০ ভোল্ট।

মোটরসমেত এই মেশিনের দাম পড়বে ৬০ হাজার টাকা।

মেশিন কোথায় পাওয়া যাবে: মেশিন পাবেন এই ঠিকানায়: Bharat Machine Tools Industries, 61, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata-13. Ph: 2236-8015, 9432422086. E-mail: bharat-machinetools@rediffmail.com

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭

ফুড কর্পোরেশনে ১২৩৩ ওয়াচম্যান নিয়োগ

পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড় এবং পঞ্জাবে ১২৩৩ জন ওয়াচম্যান নেবে ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া। নিয়োগ হবে সংশ্লিষ্ট রিজিয়নের বিভিন্ন ডিপো এবং অফিসে। পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

শূন্যপদের বিবরণ: পশ্চিমবঙ্গ: ৮২টি (সাধারণ ৪২, তফসিলি জাতি ১৮, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ১৮)। এর মধ্যে ২০টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী, ৫টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং ১টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 01/2017-FCI-WB-CAT IV.

মহারাষ্ট্র: ১৮৭টি (সাধারণ ১০৩, তফসিলি জাতি ১৮, তফসিলি উপজাতি ১৬, ওবিসি ৫০)। এর মধ্যে ৪৫টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী, ৪টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং ১টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 01/2017-FCI Category -IV.

ছত্তিশগড়: পোস্ট কোড ০১: ১০৪টি (সাধারণ ৫৩, তফসিলি জাতি ১৩, তফসিলি উপজাতি ৩৫, ওবিসি ৩)। এর মধ্যে ২৭টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী এবং ১টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: Estt. IV/DR-Watchman/01/2017.

পঞ্জাব: ৮৬০টি (সাধারণ ৪৩১, তফসিলি জাতি ২৪৯, ওবিসি ১৮০)। এর মধ্যে ২১০টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী, ১২টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং ১৩টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 01/2017/PUNJAB.

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ক্লাস এইট পাস।

বয়স: ১-৮-২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। বিধবা, ডিভোর্সি ও আইনত বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলারা পুনরায় বিবাহ না করে থাকলে এবং ৩৫ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: ৮১০০-১৮০৭০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা এবং শিলিগুড়ি। লিখিত পরীক্ষায় ১২০ নম্বরের অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। প্রশ্ন হবে জেনারেল নলেজ, রিজনিং অ্যান্ড বেসিক ম্যাথমেটিক্স বিষয়ে। পঞ্জাবের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে জেনারেল নলেজ, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, রিজনিং, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং নিউমেরিক্যাল এবিলিটি বিষয়ে। ছত্তিশগড়ের ক্ষেত্রে ১০০টি অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে জেনারেল নলেজ, বেসিক ম্যাথমেটিক্স এবং জেনারেল হিন্দি বিষয়ে। মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ১২০ নম্বরের প্রশ্ন হবে কোয়ান্টিটিভ অ্যাপটিটিউড, রিজনিং, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস এবং জেনারেল ইংলিশ বিষয়ে। সময়সীমা ২ ঘণ্টা। প্রশ্নপত্র হবে ইংরেজি, হিন্দি এবং স্থানীয় ভাষায়। কোনও নেগেটিভ মার্কিং নেই। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৩ মিনিটে ৮০০ মিটার দৌড় (মহিলাদের ক্ষেত্রে ৩ মিনিটে ৬০০ মিটার), ৩ মিটার লং জাম্প (মহিলাদের ক্ষেত্রে ২.৫ মিটার) ও ১ মিটার হাই জাম্প (মহিলাদের ক্ষেত্রে ০.৭৫ মিটার)।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটে: www.fciwb-jobs.com. অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর। প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফোটো (সাদা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে হবে।) এবং সাদা কাগজে কালো কালিতে করা সই আপলোড করতে হবে। ফোটোর সাইজ হতে হবে ২০ থেকে ৪০ কেবি।

ফি-বাবদ দিতে হবে ৩০০ টাকা। ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর। মহিলা, তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের কোনও ফি লাগবে না। ফি-তে ছাড়ের জন্য তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের উপযুক্ত নথিপত্র এবং মহিলা প্রার্থীদের সচিত্র পরিচয়পত্র যথা— স্কুল সার্টিফিকেট, কাস্ট সার্টিফিকেট, কলেজ আইডি কার্ড, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স বা পাসপোর্ট স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। নথিপত্রের সাইজ হতে হবে ২০ থেকে ৬০ কেবির মধ্যে।

অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিটের পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। রেজিস্টার্ড অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের এককপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না।

বিস্তারিত আরও তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

২৫৪ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর নিয়োগ

২৫৪ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর নিয়োগ করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ও জৈব প্রযুক্তি বিভাগ। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর 19/2017.

বিষয় অনুসারে শূন্যপদ: বাংলা: ১৯টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি এ ২, ওবিসি বি ১, দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। বটানি: ৭টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি বি ১)। কেমিস্ট্রি: ২১টি (সাধারণ ১১, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি এ ৩, ওবিসি বি ১, শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। ইকনমিক্স: ৬টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি এ ১)। এডুকেশন: ৭টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, ওবিসি বি ১)। ইংলিশ: ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি এ ১)। ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন: ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি বি ১)। জিওলজি: ১২টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি এ ১, অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। হিন্দি: ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি এ ১)। হিস্ট্রি: ১৭টি (সাধারণ ১১, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি এ ১, ওবিসি বি ১)। ম্যাথমেটিক্স: ১৮টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি এ ২, ওবিসি বি ২, দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। ফিলোজফি: ২৩টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি এ ৩, ওবিসি বি ১, শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। ফিজিক্স: ১৯টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি এ ২, ওবিসি বি ২)। ফিজিওলজি: ১২টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি এ ১, ওবিসি বি ১, অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। পলিটিক্যাল সায়েন্স: ২২টি (সাধারণ ১৩, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি এ ২, ওবিসি বি ১)। সংস্কৃত: ১৮টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি এ ২, ওবিসি বি ১, দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। সাঁওতালি: ৮টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি বি ১)। সোশিওলজি: ১৭টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ৪, ওবিসি এ ২, ওবিসি বি ১, শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। জুলজি: ৮টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, ওবিসি এ ১, ওবিসি বি ১)। অ্যানথ্রোপলজি: ২টি (সাধারণ ১, ওবিসি এ ১)। কমার্স: ১টি (তফসিলি জাতি)। কম্পিউটার সায়েন্স: ২টি (সাধারণ ১, ওবিসি বি ১)। জিওগ্রাফি: ১টি (তফসিলি জাতি)। নেপালি: ২টি (সাধারণ)। স্ট্যাটিস্টিক্স: ১টি (তফসিলি উপজাতি)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। মাধ্যমিক বা সমতুল, উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে প্রার্থীর ৫৫% নম্বর থাকতে হবে। পাশাপাশি ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট (নেট) বা স্টেট লেভেল এলিজিবিলিটি টেস্ট (স্লেট) বা স্টেট এলিজিবিলিটি টেস্ট (সেট) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

সবক্ষেত্রেই তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির নম্বরে ৫% ছাড় পাবেন। ইউজিসি স্বীকৃত পিএইচডি ডিগ্রিধারীরা ১১-৭-২০০৯ তারিখের আগে পিএইচডি করার জন্য নাম নথিভুক্ত করে থাকলে অথবা ইউজিসি রেগুলেশন, ২০০৯ অনুসারে পিএইচডি ডিগ্রি পেয়ে থাকলে নেট বা স্লেট বা সেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলেও চলবে। পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের মধ্যে যাঁরা ১৯-৯-১৯৯১ এর আগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন, তাঁরা মোট নম্বরে ৫% ছাড় পাবেন।

অবশ্যই বাংলায় লিখতে, পড়তে ও বলতে জানতে হবে।

বয়স: ১-১-২০১৭ তারিখে ৩৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা সর্বাধিক ৪৭ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন।

বেতন: ১৫৬০০-৩৯১০০ টাকা। অ্যাকাডেমিক গ্রেড পে ৬০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.pscwbonline.gov.in.প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর। দরখাস্ত করার আগে প্রার্থীকে ওয়েবসাইটে ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

ফি-বাবদ দিতে হবে ২১০ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না। অনলাইন এবং অফলাইন উভয় ব্যবস্থাতেই ফি জমা দেওয়া যাবে। অনলাইন ব্যবস্থায় ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড অথবা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ফি দেওয়া যাবে। সার্ভিস চার্জ অতিরিক্ত অফলাইন চালানের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। চালানের প্রিন্টআউট নেওয়া যাবে উপরের ওয়েবসাইট থেকে। এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ লাগবে অতিরিক্ত ২০ টাকা। অফলাইনে ফি জমা দেওয়া যাবে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সেক্ষেত্রে ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চালান ডাউনলোড করবেন। অনলাইনে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর। অনলাইনে ফি জমা দিলে ই-রিসিপ্টের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না।

দরখাস্ত সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নিজের কাছে রাখতে হবে। আবেদনের পদ্ধতি ও ফি-সংক্রান্ত তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.pscwbonline.gov.in.

প্রতি সপ্তাহে চার পাতা জুড়ে
অসংখ্য চাকরির খবর

ইন্ডিয়ান অয়েলে বেশ কিছু অফিসার নিয়োগ

অফিসার পদে বেশ কিছু কর্মী নিয়োগ করবে ইন্ডিয়ান অয়েল। নিয়োগ হবে মার্কেটিং এবং বিজনেস ডেভেলপমেন্ট শাখায়। প্রার্থীকে অবশ্যই ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন দ্বারা পরিচালিত এবং সিবিএসই আয়োজিত ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসের নেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৬০% (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫৫%) নম্বর এবং মার্কেটিং ম্যানেজমেন্টে স্পেশ্যালাইজেশন সহ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট বা এমবিএ। সেইসঙ্গে ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ২০১৭ সালের নভেম্বরের ইউজিসি নেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ২০১৮ সালের ৩০ জুনের মধ্যে ফাইনাল মার্কশিট দাখিল করতে হবে।

বয়স: ৩০-৬-২০১৮ তারিখে ২৬ বছরের মধ্যে হতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতকদের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: ২৪৯০০-৫০০০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে নেট পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর, গ্রুপ ডিসকাশন, গ্রুপ টাস্ক এবং পার্সোনাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.iocl.com. প্রার্থীর একটি চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ নভেম্বর। অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এককপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন।

২০১৭ সালের নভেম্বর মাসের ইউজিসি নেট পরীক্ষার জন্য অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.cbsenet.nic.in.পরীক্ষা ৫ নভেম্বর। নেট-এর জন্য অনলাইন দরখাস্ত করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। সেই নম্বরের সাহায্যে ইন্ডিয়ান অয়েলের জন্য অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। বিস্তারিত জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭

তিন বাহিনীতে ৪১৪ জন অফিসার নিয়োগ

ভারতীয় স্থল, বিমান ও নৌবাহিনীতে ৪১৪ জন গ্র্যাজুয়েট তরুণ-তরুণীকে নিয়োগ করা হবে, বিভিন্ন কোর্সে ট্রেনিং দিয়ে। প্রার্থী বাছাই হবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিসেস এগজামিনেশন (২), ২০১৭-এর মাধ্যমে (এসএসসি উইমেন (নন টেকনিক্যাল কোর্স) সহ)। আবেদন করতে হবে অনলাইনে। নিয়োগ করা হবে নীচের কোর্সগুলিতে ট্রেনিং দিয়ে। এই পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি নং 11/2017.CDS-II, dated 9.8.2017.

কোর্স অনুযায়ী শূন্যপদের বিন্যাস— ১) ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি, দেরাদুন, ১৪৫ তম কোর্স, , জুলাই ২০১৮ কোর্স। শূন্যপদ: ১০০ (১৩টি পদ এনসিসি 'সি' সার্টিফিকেটধারী (আর্মি উইং)-দের জন্য। ২) ইন্ডিয়ান ন্যাভাল অ্যাকাডেমি, এঝিমালা, জুলাই ২০১৮ কোর্স। শূন্যপদ: ৪৫টি(৬টি পদ এনসিসি 'সি' সার্টিফিকেটধারী (ন্যাভাল উইং)-দের জন্য। ৩) এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমি, হায়দরাবাদ (প্রি-ফ্লাইং) ট্রেনিং কোর্স, আগস্ট ২০১৮ কোর্স, নম্বর: ২০৪/এফ(পি) কোর্স। শূন্যপদ: ৩২। ৪) অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি, চেন্নাই, ১০৮তম এসএসসি কোর্স (ফর মেন), অক্টোবর ২০১৮। শূন্যপদ ২২৫ (৫০টি পদ এনসিসি 'সি' সার্টিফিকেটধারীদের জন্য)। ৫) অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি, চেন্নাই, ২২ তম এসএসসি উইমেন (নন টেকনিক্যাল) কোর্স। অক্টোবর ২০১৮ কোর্স। শূন্যপদ: ১২টি।

যোগ্যতা: ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি ও অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমির জন্য প্রার্থীকে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি কোর্স পাস করে থাকতে হবে। ইন্ডিয়ান ন্যাভাল অ্যাকাডেমির জন্য প্রার্থিকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কোর্স পাস হতে হবে। এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমির জন্য যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট হতে হবে, তবে উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স এবং ম্যাথমেটিক্স নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। অথবা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক। যাঁরা চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষায় বসেছেন বা বসবেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন। তবে আর্মি/নেভি/এয়ারফোর্স প্রথম পছন্দ হিসাবে বেছে থাকলে গ্র্যাজুয়েট হবার অন্তত প্রোভিশনাল সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে এসএসবি-র ইন্টারভিউয়ের প্রথম দিন বা নির্দেশিত স্থানকালে।

অবিবাহিতা মহিলারা শুধুমাত্র অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি, চেন্নাই-এর ২২তম এসএসসি উইমেন (নন টেকনিক্যাল) কোর্সের ক্ষেত্রেই আবেদন করতে পারবেন। বাকি সবই অবিবাহিত (কেবল অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমির শর্ট সার্ভিস কোর্সের ক্ষেত্রে বিবাহিত/অবিবাহিত) পুরুষদের জন্য। বিবাহবিচ্ছিন্ন/ বিপত্নীকরা অবিবাহিত বলে গণ্য হবেন না।

বয়সসীমা: ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি ও ইন্ডিয়ান ন্যাভাল অ্যাকাডেমির জন্য প্রার্থীর জন্মতারিখ ২ জুলাই ১৯৯৪-এর আগে হবে না বা ১ জুলাই ১৯৯৯-এর পরে হলে আবেদন করা যাবে না। এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমির জন্য প্রার্থীর জন্মতারিখ ১ জুলাই ২০১৮ তারিখে ২০ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে হতে হবে।

শারীরিক মাপজোক: পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা থাকতে হবে ১৫৭.৫ সেমি (নেভির জন্য ন্যূনতম ১৫৭ সেমি, এয়ারফোর্সের জন্য ন্যূনতম ১৬২.৫ সেমি।)। মহিলাদের ক্ষেত্রে উচ্চতা থাকতে হবে ১৫২ সেমি পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দারা উচ্চতার ক্ষেত্রে ছাড় পাবেন। বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন থাকতে হবে। নেভির ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি থাকতে হবে সাধারণ চোখে ৬/১২। চশমাসহ ৬/৬। মায়োপিয়া বা হাইপারমেট্রোপিয়া থাকলে তা যথাক্রমে -১.৫ ও +১.৫-এর মধ্যে হতে হবে। বাইনোকুলার ভিশন-থ্রি থাকতে হবে। এয়ারফোর্সের ক্ষেত্রে পায়ের মাপ হতে হবে ন্যূনতম ৯৯ সেমি। সর্বোচ্চ ১২০ সেমি। উরুর মাপ ৬৪ সেমির বেশি হওয়া চলবে না। বসে উচ্চতা থাকতে হবে ন্যূনতম ৮১.৫ ও সর্বোচ্চ ৯৬ সেমি। দূরের দৃষ্টিশক্তি থাকতে হবে একচোখে ৬/৬ অপর চোখে ৬/৯। হাইপারমেট্রোপিয়া থাকলে সংশোধিত দৃষ্টিশক্তি ৬/৬ হলেও চলবে। কানে শোনার ক্ষমতা, বুকের এক্স-রে ইত্যাদি পরীক্ষাও করা হবে। হাইপারমেট্রোপিয়া থাকলে ২.০ ডিএসপিএইচ বেশি হওয়া চলবে না। রং চেনার ক্ষমতা থাকতে হবে সিপি ১। মায়োপিয়া থাকলে -০.৫-এর মধ্যে থাকতে হবে।

শারীরিক সক্ষমতা: শারীরিক সক্ষমতা, যোগ্যতা, আসন সংরক্ষণ, ডিউটি ও অন্যান্য শর্তাবলীর বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে www.upsconline.nic.in এই ওয়েবসাইটে।

বেতন: র‍্যাংক অনুযায়ী বেতনক্রম বিভিন্ন রকম। যেমন, লেফটেন্যান্ট র‍্যাংক থেকে শুরু করে ক্রমশ পদোন্নতির ফলে মেজর জেনারেল পর্যন্ত র‍্যাংকে ওঠা যায়। লেফটেন্যান্ট থেকে মেজরের ক্ষেত্রে পে ব্যান্ড ৩ অনুযায়ী মূল বেতন ১৫৬০০-৩৯১০০ টাকা। লেফটেন্যান্ট কর্নেল থেকে মেজর জেনারেল পর্যন্ত র‍্যাংকের ক্ষেত্রে পে ব্যান্ড ৪ অনুযায়ী মূল বেতন হবে ৩৭৪০০-৬৭০০০ টাকা। সবক্ষেত্রেই মূল বেতনের সঙ্গে র‍্যাংক অনুযায়ী মাসে ৫৪০০-১০০০০ টাকা পর্যন্ত গ্রেড পে, অন্যান্য ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা হবে ১৯ নভেম্বর। ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি, ইন্ডিয়ান ন্যাভাল অ্যাকাডেমি ও এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমির জন্য পরীক্ষা হবে ৩০০ নম্বরের। সময় ৬ ঘণ্টা। ইংরেজি, জেনারেল নলেজ ও এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স এই তিনটি বিষয়ের প্রতিটিতে ১০০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমির ক্ষেত্রে পরীক্ষা হবে ২০০ নম্বরের। সময় ৪ ঘণ্টা। ইংরেজি, জেনারেল নলেজ বিষয়ে প্রতিটিতে ১০০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। প্রশ্ন হবে অবজেকটিভ টাইপের। জেনারেল নলেজ ও এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স বিষয়ে প্রশ্ন থাকবে ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায়। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। সফলদের ইন্টারভিউয়ে ডাকা হবে।

আবেদন ফি ২০০ টাকা। স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় বা ভিসা/মাস্টার ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে অনলাইনেও টাকা জমা দেওয়া যাবে। মহিলা ও তফসিলি প্রার্থীদের ফি দিতে হবে না। অনলাইনে আবেদন করবেন ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে upsconline.nic.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। আবেদন করার আগে নিজের ফোটো ও সই স্ক্যান করে নিতে হবে। একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে ফর্ম সাবমিট করার পর রেজিস্ট্রেশন স্লিপের সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। বিস্তারিত জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

যুগশঙ্খ SUPPLI team
টার্গেট @ কেরিয়ার
শর্মিলা চন্দ্র
(কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর),
তন্ময় মণ্ডল (সাব-এডিটর),
বিপাশা চক্রবর্তী, সালমা আহমেদ

বিভিন্ন পদে ১৫১ জন কর্মী নেবে গ্যাস অথরিটি অব ইন্ডিয়া

ফোরম্যান, অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট, জুনিয়র কেমিস্ট সহ বিভিন্ন পদে ১৫১ জন কর্মী নেবে গ্যাস অথরিটি অব ইন্ডিয়া (গেইল)। নিয়োগ করা হবে এস-৫ এবং এস-৩ গ্রেডে। ১ বছরের প্রবেশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: GAIL/OPEN/MISC/1/201%.

শূন্যপদের বিবরণ: ফোরম্যান (ইলেকট্রিক্যাল): ৪০টি (সাধারণ ১৮, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৯, ওবিসি ৭)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ৬০% (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫৫%) নম্বর সহ ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। সঙ্গে হাইড্রোকার্বন পাইপলাইন বা প্রোসেস প্ল্যান্টে সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ফোরম্যান (ইনস্ট্রুমেন্টেশন): ৩৫টি (সাধারণ ১৯, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ১০, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ৬০% (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫৫%) নম্বর সহ ইনস্ট্রুমেন্টেশন বা ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল বা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন বা ইলেকট্রনিক্স বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। সঙ্গে হাইড্রোকার্বন পাইপলাইন বা প্রোসেস প্ল্যান্টে সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

জুনিয়র কেমিস্ট: ১২টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ৪, ওবিসি ৩)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ৫৫% (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০%) নম্বর সহ কেমেস্ট্রিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সঙ্গে হাইড্রোকার্বন শিল্পে সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

জুনিয়র সুপারিন্টেনডেন্ট (অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ): ৫টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ৫৫% (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০%) নম্বর সহ হিন্দিতে স্নাতক, স্নাতকে অন্যতম বিষয় হিসাবে ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে। সঙ্গে হিন্দি থেকে ইংরেজি বা ইংরেজি থেকে হিন্দি ভাষার ট্রান্সলেশনে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা করে থাকতে হবে। এর পাশাপাশি কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে দক্ষতা থাকতে হবে। কোনও সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট (স্টোর্স অ্যান্ড পারচেজ): ১৫টি (সাধারণ ১০, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৩)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ৫৫% (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০%) নম্বর সহ যে কোনও শাখায় স্নাতক। এছাড়া কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে দক্ষতা থাকতে হবে। সঙ্গে কোনও সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট: ২৪টি (সাধারণ ১৫, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৫)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ৫৫% (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০%) নম্বর সহ কমার্সে স্নাতক। এছাড়া কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে দক্ষতা থাকতে হবে। সঙ্গে কোনও সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

মার্কেটিং অ্যাসিস্ট্যান্ট: ২০টি (সাধারণ ১৪, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ৫৫% (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০%) নম্বর সহ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে স্নাতক। ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বা বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বা বিজনেস স্টাডিজের স্নাতকরাও আবেদন করতে পারেন। এছাড়া কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে দক্ষতা থাকতে হবে। সঙ্গে কোনও সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স: ১৫-৯-২০১৭ তারিখে ফোরম্যান, জুনিয়র কেমিস্ট এবং জুনিয়র সুপারিন্টেনডেন্ট পদের ক্ষেত্রে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বাকি পদের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ২৮ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: ১৪৫০০-৩৬০০০ টাকা। অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১২৫০০-৩৩০০০ টাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে লিখিত পরীক্ষা, ট্রেড টেস্ট, স্কিল টেস্ট, কম্পিউটার প্রোফিশিয়েন্সি টেস্টের মাধ্যমে।

অনলাইন আবেদন করতে হবে www.gailonline.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর। প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যয়িত ফোটো আপলোড করতে হবে। ফোটোতে অবশ্যই সাদা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের সময় একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এটি লিখে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

ফি-বাবদ দিতে হবে ৫০ টাকা। তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কোনও ফি লাগবে না। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইনে নেট ব্যাংকিং, ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড অথবা অফলাইনে প্রি অ্যাকনলেজমেন্ট পেমেন্টের মাধ্যমে। অফলাইনে ফি জমা দেওয়া যাবে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। অনলাইনে ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই-রিসিপ্টের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না নিজের কাছে রেখে দেবেন।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এককপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটিও কোথাও পাঠাতে হবে না।

আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.gailonline.com.

পাঠকের অনুরোধে
এখন পুরো চার পাতা জুড়ে
চাকরি, ট্রেনিং ও
কোর্সের খোঁজ-খবর

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭

প্রতি সপ্তাহে থাকছে কয়েকশো চাকরির খোঁজখবর

সেনাবাহিনীতে সরাসরি কয়েকশো জওয়ান নিয়োগ

ভারতীয় স্থলবাহিনীর ব্যারাকপুর ব্রাঞ্চ রিক্রুটিং অফিস পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার প্রার্থীদের থেকে বিভিন্ন পদে সরাসরি প্রার্থী বাছাই পরীক্ষার মাধ্যমে কয়েকশো অবিবাহিত ছেলে নিয়োগ করবে। সরাসরি র‍্যালি হবে ২৪ থেকে ৩১ অক্টোবর। এই ঠিকানায়: আরসিটিসি গ্রাউন্ড, ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা। এর জন্য প্রথমে অনলাইনে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ওয়েবসাইটে: www.joinindianarmy.nic.in.র‍্যালি শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ আগে থেকে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে। ওই অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে সরাসরি র‍্যালিতে অংশ নিতে পারবেন।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

সোলজার ট্রেডসম্যান: মাধ্যমিক বা আইটিআই পাস। হাউজকিপার, মেসকিপার ট্রেডের ক্ষেত্রে ক্লাস এইট পাস।

সোলজার জেনারেল ডিউটি: মোট ৪৫% নম্বর সহ মাধ্যমিক। প্রতি বিষয়ে অন্তত ৩৩% করে নম্বর থাকতে হবে। অথবা উচ্চমাধ্যমিক পাস। উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে নম্বরের কড়াকড়ি নেই।

সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার (টেকনিক্যাল): কমার্স বা সায়েন্স বা আর্টস শাখায় উচ্চমাধ্যমিক। মোট ৬০% এবং প্রতি বিষয়ে অন্তত ৫০% করে নম্বর থাকতে হবে। মাধ্যমিক অথবা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে অঙ্ক, বুক কিপিং ও অ্যাকাউন্টেসির মধ্যে যে কোনও একটি বিষয় এবং ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে।

সোলজার টেকনিক্যাল: ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স এবং ইংরেজি সহ বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক। মোট ৫০% নম্বর এবং প্রতি বিষয়ে অন্তত ৪০% করে নম্বর থাকতে হবে।

সোলজার টেকনিক্যাল (এভিয়েশন/অ্যামুনিশন): ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স ও ইংরেজি সহ উচ্চমাধ্যমিক। মোট ৫০% এবং প্রতি বিষয়ে ৪০% করে নম্বর থাকতে হবে। অথবা মাধ্যমিক এবং সেইসঙ্গে মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল বা অটোমোবাইলস বা কম্পিউটার সায়েন্স অথবা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা।

সোলজার নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট: ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ও ইংরেজি নিয়ে এবং এই চার বিষয়ের প্রতিটিতে অন্তত ৪০% এবং মোট ৫০% নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক। বটানি বা জুলজি অথবা বায়োসায়েন্সের বিএসসি ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিকের নম্বর নিয়ে কড়াকড়ি নেই। তবে উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ও ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে।

বয়স: সোলজার জেনারেল ডিউটি ক্যাটাগরি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ এবং অন্যান্য সব ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সাড়ে ১৭ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে হতে হবে।

দৈহিক মাপজোক: সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬২ সেমি। অন্য সব পদের ক্ষেত্রে ১৬৯ সেমি সব ক্যাটাগরির তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬২ সেমি। বুকের ছাতি সোলজার ট্রেডসম্যান ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে না ফুলিয়ে ৭৬, ফুলিয়ে ৮১ সেমি। অন্যসব ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৭ ও ৮২ সেমি। ওজন: সোলজার ট্রেডসম্যান ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে ৪৮ কেজি। অন্য সব ক্ষেত্রে ৫০ কেজি। সব ক্যাটেগরির তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪৮ কেজি।

রাজ্য ও জাতীয় স্তরের খেলোয়াড়রা উচ্চতা, বুকের ছাতির মাপ এবং ওজনে যথাক্রমে ২ সেমি, ৩ সেমি ও ৫ কেজি এবং সমরকর্মী ও যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের ছেলেরা ওই তিন ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২ সেমি, ১ সেমি ও ২ কেজি ছাড় পেয়ে থাকেন। দক্ষ খেলোয়াড়, এনসিসি সার্টিফিকেটধারী প্রার্থীরা বোনাস নম্বর পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে দৈহিক মাপজোক যাচাই, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, মেডিক্যাল টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে: ১.৬ কিলোমিটার দৌড়, জিগজ্যাগ ব্যালান্স, পুল আপ ও ৯ ফুট লং জাম্প। দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় সফল হলে মেডিক্যাল টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষা।

র‍্যালিতে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে:

১) অ্যাডমিট কার্ডের প্রিন্টআউট।

২) মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েশনের অ্যাডমিট কার্ড, সার্টিফিকেট, মার্কশিট, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং প্রতিটির দু-কপি করে স্বপ্রত্যয়িত নকল। মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণদের ক্ষেত্রে স্কুলের প্রধানশিক্ষক কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং ডিস্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টর অব স্কুলসের কাউন্টার সিগনেচার সহ স্কুল ট্রান্সফার সার্টিফিকেট ও মার্কশিট এবং সেগুলির স্বপ্রত্যয়িত নকল। প্রয়োজনে জন্মতারিখের প্রমাণ হিসাবে ডিস্ট্রিক্ট বার্থ রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে নেওয়া জন্মতারিখের সার্টিফিকেট ও তার স্বপ্রত্যয়িত নকল সঙ্গে রাখতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাস প্রার্থীরা রেজিস্ট্রেশন, অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট ও সার্টিফিকেটের ৩টি করে স্বপ্রত্যয়িত নকল সঙ্গে রাখবেন।

৩) ডিএম বা এডিএম বা এসডিও এর অফিস থেকে অফিসিয়াল লেটারহেডে নেওয়া গোল সিলমোহরের ছাপ সহ পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট ও তার স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৪) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বা পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছ থেকে নেওয়া ও গোল সিলমোহর ছাপ দেওয়া ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট ও তার স্বপ্রত্যয়িত নকল। ৬ মাসের বেশি পুরনো সার্টিফিকেট চলবে না। ২১ বছরের নীচের প্রার্থীর ক্ষেত্রে অবিবাহিত কথাটি লেখা থাকতে হবে।

৫) আদিবাসী বা তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এসডিও-র অফিস বা ডিএমের অফিস থেকে নেওয়া কাস্ট সার্টিফিকেট ও তার স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৬) এনসিসির সার্টিফিকেট থাকলে তার স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৭) সমরকর্মী বা প্রাক্তন সমরকর্মী বা যুদ্ধে নিহত সৈনিকের বিধবার ছেলেদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রেকর্ড অফিস থেকে নেওয়া বোনাফায়েড সার্টিফিকেট ও তার স্বপ্রত্যয়িত নকল। রিলেশনশিপ সার্টিফিকেটে স্বাক্ষরকারীর আর্মি নম্বর, র‍্যাংক ও নামের উল্লেখ থাকতে হবে।

৮) জাতীয় বা রাজ্যস্তরের খেলোয়াড়দের (গত ২ বছরের মধ্যে অন্তত দ্বিতীয় স্থানাধিকারী খেলোয়াড়রা বিবেচিত হবেন) ক্ষেত্রে স্পোর্টস সার্টিফিকেট ও তার স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৯) ২০ কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো। ফোটো স্বপ্রত্যয়িত হওয়ার দরকার নেই।

১০) অবাঙালি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের অফিস থেকে মঞ্জুর করা ডোমিসাইল বা নেটিভিটি সার্টিফিকেট ও তার প্রত্যয়িত নকল।

১১) আধার কার্ডের প্রত্যয়িত নকল।

১২) প্রত্যয়িত নকলের সঙ্গে মূল সার্টিফিকেট ও নথিপত্রগুলিও সঙ্গে রাখবেন।

প্রার্থীদের প্রথমে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। নাম রেজিস্ট্রেশনের সময় সঙ্গে রাখবেন এইসব প্রমাণপত্র: ১) নাম নথিভুক্ত করার জন্য প্রত্যেক প্রার্থীর বৈধ ই-মেল আইডি ও মোবাইল নম্বর থাকতে হবে। যাঁদের ই-মেল আইডি নেই তাঁদের নতুন করে ই-মেল আইডি তৈরি করে দরখাস্ত করতে হবে।

২) ইন্টারনেট সংযোগ থাকতে হবে। যাঁদের ইন্টারনেট সংযোগ নেই তাঁরা কোনও সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে বা তথ্যমিত্র কেন্দ্রে গিয়ে নাম নথিভুক্ত করবেন। ৩) যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল, ৪) পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো।

প্রথমে কম্পিউটারে www.joinindianarmy.nic.in-এ গিয়ে ক্লিক করতে হবে। তখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওয়েবসাইট খুলে যাবে। তাতে প্রয়োজনীয় তথ্য জানার জন্য বিভিন্ন বটম পাবেন। এরপর Click on Registration Button-এ গিয়ে ক্লিক করতে হবে। এরপর শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, পার্সোনাল ডাটা (নাম, পিতা-মাতার নাম, ঠিকানা ইত্যাদি), বৈধ ই-মেল আইডি ও মোবাইল নম্বর দিতে হবে। তারপর ইউজার আইডি ও ৮-১০ সংখ্যার পাসওয়ার্ড দিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড লিখে রাখতে হবে। একবার ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেয়ে গেলে বারবার নতুন করে আর রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না। নাম রেজিস্ট্রেশন করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

বিস্তারিত আরও তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

২৬ জন মজদুর নিচ্ছে ইস্টার্ন কমান্ডের কলকাতা হেড কোয়ার্টার্স

কলকাতার হেড কোয়ার্টার্স ইস্টার্ন কমান্ড স্টেনোগ্রাফার, মেসেঞ্জার, গার্ডেনার, বার্বার, কুক, সাফাইওয়ালা ও মজদুর পদে ২৬ জন লোক নিচ্ছে। উচ্চমাধ্যমিক পাসরা ইংরেজি ট্রানস্ক্রিপশনে ও ডিক্টেশনে মিনিটে অন্তত যথাক্রমে ৫০টি ও ৮০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে স্টেনোগ্রাফার পদের জন্য যোগ্য।

বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা। গ্রেড পে ২৪০০ টাকা। শূন্যপদ: ১টি (সাধারণ)।

মাধ্যমিক পাসরা ম্যাসেঞ্জার, গার্ডেনার, বার্বার, কুক, সাফাইওয়ালা ও মজদুর পদের জন্য যোগ্য। বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা। গ্রেড পে ১৮০০ টাকা। শূন্যপদ: ম্যাসেঞ্জারে ১১টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৪)। গার্ডেনার পদে ২টি (সাধারণ ১, ওবিসি ১)। বারবার পদে ১টি (সাধারণ)। কুক পদে ২টি (সাধারণ ১, ওবিসি ১)। সাফাইওয়ালা পদে ৬টি (সাধারণ ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)। মজদুর পদে ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)।

সব ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ১৩-৯-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। শুরুতে ২ বছরের ট্রেনিং। প্রার্থী বাছাই হবে টেস্ট বা ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

দরখাস্ত করতে হবে সাধারণ কাগজে। তখন সঙ্গে দেবেন: ১) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেট ও ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। ২) এখনকার তোলা ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো। এককপি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে ও আরেক কপি দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে। ৩) নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ২৫ টাকার ডাকটিকিট সাঁটা একটি রেজিস্টার্ড খাম। দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখতে হবে 'Application for the post of....'।

দরখাস্ত পাঠাবেন সাধারণ ডাকে, রেজিস্ট্রি ডাকে বা স্পিড ডাকে। ১৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The Adm. Br. HQ Eastern Command, Pin-908542, C/o-99 APO.

জব পোর্টালে চাকরির খোঁজ

ইন্টারনেটের দৌলতে এখন চাকরির খোঁজখবর করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। সারা ভারতে অসংখ্য জব পোর্টাল রয়েছে, যেখান থেকে সহজেই বিভিন্ন ধরনের চাকরির খোঁজখবর পাওয়া যায়। এরকমই সেরা ১০টি জব পোর্টালের ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া হল:

- **naukri.com** ● monster.com
- **timesjobs.com** ● shine.com
- **placementIndia.com** ● careerage.com
- **jobstreet.co.in** ● jobsDB.com
- **jobisjob.com** ● sarkarinaukricom.com

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭

সিএসআইআর নেট পরীক্ষা

ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশনের অধীন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে বিজ্ঞান শাখায় লেকচারার এবং জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপের যোগ্যতামান নির্ধারণের জন্য প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা 'নেট' নিচ্ছে কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ এবং ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশন। পরীক্ষাটি জাতীয় স্তরের। পরীক্ষার তারিখ: ১৭ ডিসেম্বর (রবিবার)। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

পরীক্ষা নেওয়া হবে এইসব বিষয়ে: ১) কেমিক্যাল সায়েন্সেস ২) আর্থ অ্যাটমোস্ফেরিক, ওশন অ্যান্ড প্ল্যানেটরি সায়েন্সেস, ৩) লাইফ সায়েন্সেস, ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্সেস, ৫) ফিজিক্যাল সায়েন্সেস।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কেমিক্যাল সায়েন্স, লাইফ সায়েন্স, ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্স, ফিজিক্যাল সায়েন্স, আর্থ সায়েন্সের মাস্টার্স ডিগ্রিধারীরা এবং বিএস (৪ বছরের), বিই, বিটেক, বিফার্ম, এমবিবিএস, ইন্টিগ্রেটেড বিএস-এমএস বা সমতুল ডিগ্রিধারীরা মোট ৫৫% নম্বর থাকলে আবেদন করতে পারেন। এই নম্বর নিয়ে বিএসসি (অনার্স) বা সমতুল ডিগ্রি পাস করে থাকলে অথবা ইন্টিগ্রেটেড এমএস-পিএইচডি কোর্সে নথিভুক্ত হয়ে থাকলেও আবেদন করতে পারেন। সব ক্ষেত্রেই তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা মোট ৫০% নম্বর থাকলেই আবেদন করতে পারবেন।

সব ক্ষেত্রেই ব্যাচেলার ডিগ্রিধারীরা এই নেট পরীক্ষায় সফল হয়ে ২ বছরের মধ্যে পিএইচডি বা ইন্টিগ্রেটেড পিএইচডি কোর্সে নথিভুক্ত হলে তবেই ফেলোশিপ পাবেন। পিএইচডি ডিগ্রিধারীরা ১৯৯১-এর ১৯ সেপ্টেম্বরের আগে মোট ৫০% নম্বর সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেয়ে থাকলে শুধুমাত্র লেকচারারশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন। যাঁরা মাস্টার্স ডিগ্রির ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছেন বা দেবেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ফল বের হতে দেরি আছে এই মর্মে নির্দিষ্ট বয়ানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানের দেওয়া প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হবে।

বয়স: জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপের জন্য ১-৭-২০১৭ তারিখে ২৮ বছরের মধ্যে। তফসিলি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও মহিলারা ৫ বছর এবং ওবিসিরা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। লেকচারশিপের ক্ষেত্রে বয়সের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই।

একজন প্রার্থী একইসঙ্গে জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ এবং লেকচারশিপের পরীক্ষায় বসার জন্য আবেদন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে অনলাইন দরখাস্তে প্রার্থীকে তাঁর প্রেফারেন্স উল্লেখ করে দিতে হবে। বেশি বয়সের জন্য জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত না হলে প্রার্থী স্বাভাবিকভাবেই লেকচারশিপের জন্য বিবেচিত হবেন।

পরীক্ষা হবে ১৭ ডিসেম্বর, রবিবার। মর্নিং সেশন সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। আফটারনুন সেশনে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। মোট নম্বর ২০০। প্রতি বিষয়ে তিনটি পার্টে পরীক্ষা হবে। প্রথম পার্টে থাকবে জেনারেল অ্যাপটিটিউড বিষয়ে প্রশ্ন। গুরুত্ব দেওয়া হবে লজিক্যাল রিজনিং, গ্রাফিক্যাল অ্যানালিসিস, অ্যানালিটিক্যাল অ্যান্ড নিউমেরিক্যাল এবিলিটি, কোয়ান্টিটেটিভ কম্পারিজন, সিরিজ ফর্মেশন, পাজলস ইত্যাদিতে। পার্ট বি-তে থাকবে বিষয়ভিত্তিক অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন। পার্ট সি-তে থাকবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক ডেসক্রিপটিভ ধরনের প্রশ্ন। সব ক্ষেত্রেই ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। পরীক্ষার সিলেবাস পাওয়া যাবে এই ওয়েবসাইটে: www.csirhrdg.res.in. পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা।

এই পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 10-2(5)/2017(ii)-E.U.II.

অনলাইন আবেদন করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.csirhrdg.res.in.প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ব্যাংক চালানের মাধ্যমে ফি-বাবদ নগদ ১০০০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা, ওবিসিদের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা) জমা দিতে হবে ইন্ডিয়ান ব্যাংকের যে কোনও শাখায়। ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর। ফি জমা দেওয়ার পর জার্নাল নম্বর বা ইউটিআর নম্বর পাওয়া যাবে। চালানের প্রিন্টআউট উপরোক্ত ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এছাড়া এনইএফটি বা আরটিজিএস পদ্ধতিতেও ফি জমা দেওয়া যাবে।

অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করতে হবে। দরখাস্ত সাবমিটের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর। সাবমিটের পর ফর্ম নম্বর পাওয়া যাবে। এরপর পূরণ করা দরখাস্তের এককপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি পাঠাতে হবে। প্রিন্ট আউটের সঙ্গে দেবেন:

১) এককপি পাসপোর্ট মাপের সাদা-কালো ফোটো। এটি প্রিন্ট আউটের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন এবং নির্দিষ্ট জায়গায় সই করবেন।

২) চালানের রসিদের মূল কপি।

৩) কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।

দরখাস্তের প্রিন্টআউট ভরা খামের ওপর সাবজেক্ট কোড, সেন্টার কোড এবং মিডিয়াম কোড লিখবেন।

২৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছনো চাই এই ঠিকানায়: The Deputy Secretary (Exam), Human Resource Development Group, Examination Unit, CSIR Complex, Library Avenue, Pusa New Delhi-110012.

বিস্তারিত আরও জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

উড অ্যান্ড প্যানেল প্রোডাক্ট টেকনোলজির স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স

উড অ্যান্ড প্যানেল প্রোডাক্ট টেকনোলজির স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে বেঙ্গালুরু ইন্ডিয়ান প্লাইউড ইন্ডাস্ট্রিজ রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। এটি কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি স্বশাসিত সংস্থা। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। কোর্সটি শুরু হবে নভেম্বরে।

আসনসংখ্যা: ৩০টি। তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, ম্যাথমেটিক্স, এগ্রিকালচার, ফরেস্ট্রির মধ্যে যে কোনও একটি বিষয়ে স্নাতক। বিই বা বিটেক ডিগ্রিধারীরাও আবেদনের যোগ্য।

বয়স: ১-১১-২০১৭ তারিখে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

কোর্স ফি: ৪১৮০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.ipirti.gov.in.আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

পূরণ করা আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন:

১) ফি-বাবদ ২৫০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট। ড্রাফটটি 'Director, IPIRTI' এর অনুকূলে বেঙ্গলুরুতে প্রদেয় হতে হবে।

২) এককপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো। ফোটোটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন।

৩) বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্রের প্রত্যয়িত নকল।

৪) কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।

প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ পূরণ করা আবেদনপত্র ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: P.B. No.2273, HMT Link Road off Tumkur Road, P.O. Yesheanthpur, Bangalore-560022.

বিস্তারিত জানতে দেখুন ওপরের ওয়েবসাইট।

রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ে উচ্চমাধ্যমিক কোর্স

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় সংসদে উচ্চমাধ্যমিক কোর্সে ভর্তি শুরু হয়েছে। রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় সংসদ সহ যে কোনও অনুমোদিত মুক্ত বিদ্যালয় সংস্থা থেকে বাংলা, ইংরেজি, ভৌতবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল বিষয় নিয়ে মাধ্যমিক পাসরা আবেদন করতে পারেন। বাংলা ও ইংরেজি ভাষা পেপার সহ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে মাধ্যমিক পাসরাও আবেদনের যোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় সংসদ বা অন্য কোনও অনুমোদিত উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের উচ্চমাধ্যমিক অসফল প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন। যেসব প্রার্থীরা রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় সংসদে ভর্তি হয়ে ৫ বছরের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সব বিষয়ে পাস করতে পারেননি বা পারবেন না, তারা পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় সংসদে ভর্তি হয়ে বাকি বিষয়গুলিতে পরীক্ষা দিতে চাইলে তারাও যোগ্য। পড়ানো হবে এইসব বিষয়ে: বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শিক্ষা, হিসাবশাস্ত্র, কারবার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক ভূগোল, অঙ্ক, জীববিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা।

বিষয় নির্বাচন করতে পারবেন বাংলা ও ইংরেজি বিষয় আর ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে যে কোনও তিনটি বিষয় নিতে হবে এইসব কম্বিনেশন বিষয় হিসাবে নিয়ে: ইতিহাস ও অঙ্ক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রসায়ন, শিক্ষা ও পদার্থবিদ্যা, হিসাবশাস্ত্র ও জীববিদ্যা, কারবার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক ভূগোল। ঐচ্ছিক বিভাগের বাকি তিনটি গুচ্ছের মধ্য থেকে একটি বিষয় অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে নিতে হবে। নির্বাচিত চারটি ঐচ্ছিক বিষয়ের মধ্যে পরীক্ষায় যে-বিষয়ে সবচেয়ে কম নম্বর পাবেন, সেটিই অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে গণ্য করা হবে।

বিজ্ঞান বিষয় নেওয়ার সব প্রার্থীকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্তত ৩৪% নম্বর পেতে হবে।

প্রতিটি বিষয়ে ১০০ নম্বরের ২টি পত্রের পরীক্ষা হবে। প্রতি বিষয়ের উত্তরণ মান শতকরা ৩০। দুটি পত্রে একত্রে কমপক্ষে ৬০ নম্বর পেতে হবে। বাংলা ও ইংরেজি সহ তিনটি ঐচ্ছিক বিষয়ে পাস করতে হবে। ভর্তি হওয়ার ১ বছরের পর সর্বাধিক ৩টি বিষয়ের পরীক্ষা দিতে হবে। দ্বিতীয় বছরে নির্বাচিত বিষয়ে বা একসঙ্গে সব বিষয়ের পরীক্ষা দেওয়া যাবে। ভর্তির সময় যাবতীয় বইপত্র দেওয়া হবে। ক্লাস হয় সাধারণত ছুটির দিন বা কাজের দিন সন্ধ্যাবেলায়।

দরখাস্ত করবেন নির্দিষ্ট ফর্মে। দরখাস্তের ফর্ম ও প্রসপ্রেক্টাস হাতে হাতে পাবেন ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত ২৪৩টি স্টাডি সেন্টার থেকে।

দাম ৩০ টাকা। পূরণ করা ফর্মের সঙ্গে দেবেন: ১) বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডের প্রত্যয়িত নকল। ২) শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র হিসাবে মাধ্যমিক পাসের সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। ৩) তফসিলি ও প্রতিবন্ধীরা দেবেন কাস্ট সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। ৪) এখনকার তোলা ২ কপি পাসপোর্ট মাপের সাদাকালো ফোটো (নিজের সই করা)। আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন সংসদের অফিসের ঠিকানায়: পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় সংসদ, বিকাশ ভবন, তৃতীয় তল, পূর্বপার, বিধাননগর, কলকাতা-৯১।

ওয়েবসাইট: www.twbcros.org.

এটিডিসি-তে বস্ত্রশিল্পের কর্মমুখী ট্রেনিং

কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্র মন্ত্রকের অধীন অ্যাপারেল ট্রেনিং অ্যান্ড ডিজাইন সেন্টার, বস্ত্রশিল্পের কাজের উপযোগী ডিগ্রি, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে। ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হচ্ছে এই দুটি কোর্সে: ১) বি. ভোক ইন অ্যাপারেল (ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড অঁত্রেপ্রেনিওরশিপ) ও ২) বি-ভোক ইন ফ্যাশন (ডিজাইন ও রিটেল)। যে কোনও শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা এই দুটি কোর্স পড়তে পারেন। কোর্সের মেয়াদ ৩ বছর।

ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হচ্ছে এই ২টি বিষয়ে: ১) অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি ও ২) ফ্যাশন ডিজাইন টেকনোলজি। যে কোনও শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা ২টি কোর্স পড়তে পারেন। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। সার্টিফিকেট কোর্স পড়ানো হচ্ছে এইসব বিষয়ে: ১) প্রোডাকশন সুপারভাইজার সিউয়িং, ২) কোয়ালিটি কন্ট্রোল এগজিকিউটিভ, ৩) স্যাম্পলিং কো-অর্ডিনেটর/গার্মেন্ট কনস্ট্রাকশন টেকনিক, ৪) মেশিন মেন্টেন্যান্স মেকানিক সিউয়িং, ৫) সিউয়িং মেশিন অপারেটর। কোর্সের ক্রম অনুসারে মেয়াদ ৬ মাস, ৪ মাস ও ৩ মাস। শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার ট্রেড অনুসারে ক্লাস ফাইভ পাস থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস।

যোগাযোগের ঠিকানা: এটিডিসি-কলকাতা, প্লট নং ৩বি, ব্লক -এলএ, সেক্টর II, সল্টলেক সিটি, কলকাতা -৭০০০৯৮।

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭

কেরিয়ার জিজ্ঞাসা

জানতে চাই

● খরগোশ পালনের ব্যবসা করতে আগ্রহী। এই ব্যাপারে সঠিক তথ্য ও পরামর্শ পেলে উপকৃত হব। *(গোপাল দাঁ, বসিরহাট)*

নদিয়ার কল্যাণীতে রাজ্য প্রাণিপালন খামারে যোগাযোগ করতে পারেন। দেখতে পারেন রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ ভবনের এই ওয়েবসাইটটি: www.wbard.gov.in

এছাড়াও মালদহ জেলা পরিষদে ডিস্ট্রিক্ট লাভইস্টক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পাবেন।

● আমি সুগন্ধী মোমবাতি তৈরি করে ব্যবসা করতে চাই। কোথায় শেখানো হয় জানালে উপকৃত হব। *(মৌমিতা পাল, রাজারহাট)*

স্বনিযুক্তি-সহায়ক প্রতিষ্ঠান প্রগতিতে সুগন্ধী মোববাতি তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যোগাযোগের ঠিকানা: প্রগতি, নর্থ, ঘোষপাড়া গ্যাসগিট রোড, বালি, হাওড়া। ফোন: ২৬৭১-০২৯২।

● মাছ চাষ করতে আগ্রহী, এর জন্য রাজ্য সরকারের থেকে কোনও রকম ঋণ পাওয়া যেতে পারে? *(বাবু বিশ্বাস, ডায়মন্ডহারবার)*

সোসাইটি ফর সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট অব আনএমপ্লয়েড ইয়ুথে ঋণের জন্য আবেদন করতে পারেন। এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগের একটি সংস্থা। যোগাযোগের ঠিকানা: ১৪২, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩। ফোন: ২২৩৬-৪৯৪৩।

● বাণিজ্যিক স্ট্রবেরি চাষ করে স্বনির্ভর হতে চাই। এর জন্য ছাদে কতটা জায়গার প্রয়োজন? *(শ্যামল মণ্ডল, উত্তরপাড়া)*

বাণিজ্যিক চাষের জন্য অন্তত ১০০০ গাছ লাগানোর মতো জায়গার দরকার হয়। ১০০০ বর্গ ফুটের আয়তনের ছাদে ১০০০-১২০০ গাছ লাগানো যেতে পারে। জায়গা কম হলে উল্লম্ব তথা ভার্টিক্যাল পদ্ধতিতে গাছ লাগাতে পারেন।

হস্তশিল্প সামগ্রী রপ্তানি করতে আগ্রহী। কোথায় যোগাযোগ করব? *(রতন কুণ্ডু, হলদিয়া)*

নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। (১) এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল ফর হ্যান্ডিক্রাফটস, ১, বি কে পাল অ্যাভেনিউ, কলকাতা-৫। ফোন: ২২৩৯-৫৫৫০। (২) স্টেট এক্সপোর্ট প্রোমোশন সোসাইটি, ২, চার্চ লেন, (পঞ্চম তল), কলকাতা-১। ফোন: ২২৪৩-৯১৮৮।

কেরিয়ার ইনফো

কী, কবে, কোথায়

● সিভিল সার্ভিসেস মেইন লিখিত পরীক্ষায় পেপার 'এ' তে মাতৃভাষার ৩০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। পেপার 'বি' তে থাকবে ৩০০ নম্বরের ইংরেজি। এই পেপার দুটিতে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাতালিকা তৈরি হবে না। মেধা তালিকার ক্ষেত্রে থাকবে ১,৭৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। থাকবে মোট ৭টি পেপার, ডেসক্রিপটিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। প্রত্যেক পেপারের সময় ৩ ঘণ্টা, নম্বর ২৫০। পেপার ১-এ থাকবে এসে রাইটিং। পেপার-২, ৩, ৪ ও ৫-এ থাকবে জেনারেল স্টাডিজ। পেপার টু-তে থাকবে ইন্ডিয়ান হেরিটেজ অ্যান্ড কালচার, হিস্ট্রি অ্যান্ড জিওগ্রাফি অব দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড সোসাইটি, পেপার থ্রি-তে থাকবে গর্ভন্যান্স, কনস্টিটিউশন, পোলিটি, সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস, পেপার ফোরে থাকবে টেকনোলজি, ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট, বায়ো-ডাইভার্সিটি, এনভায়রনমেন্ট, সিকিউরিটি অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, পেপার ফাইভে থাকবে এথিক্স, ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড অ্যাপটিটিউড। পেপার ৬ ও ৭, দুটি ঐচ্ছিক (অপশনাল) বিষয়। অপশনাল বিষয়ের তালিকা পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.upsc.gov.in

● দূরশিক্ষা ব্যবস্থায় আইনের বিভিন্ন বিষয়ের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে ন্যাশনাল ল স্কুল অব ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি। বিষয়গুলি হল— পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন এনভায়রনমেন্টাল ল, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন কনজিউমার ল অ্যান্ড প্র্যাকটিস এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন সাইবার ল অ্যান্ড সাইবার ফরেনসিক্স। কোর্সগুলি ১ বছরের। কোর্স ফি হিউম্যান রাইটস ল, এনভারনমেন্টাল ল, চাইল্ড রাইটস ল এবং কনজিউমার ল অ্যান্ড প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে ১৫,২০০ টাকা। মেডিকেল ল অ্যান্ড এথিকস, ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস ল এবং সাইবার ল অ্যান্ড সাইবার ফরেন্সিক কোর্সের ক্ষেত্রে ফি ৩৪,২০০ টাকা। আরও বিস্তারিত জানতে https://ded.nls.ac.in ওয়েবসাইটটি দেখুন

● লাইফ সায়েন্সেস বিষয়ে নেট পরীক্ষায় বসার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ (তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ) নম্বর সহ মাস্টার ডিগ্রি থাকতে হবে এই সমস্ত বিষয়ের যে কোনও একটিতে বায়োলজি, বায়ো-কেমিস্ট্রি, বায়ো-টেকনোলজি, ফিজিওলজি। পিএইচডি ডিগ্রিধারী ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১-এর আগে মাস্টার ডিগ্রির পরীক্ষা সম্পূর্ণ করে থাকলে (ফলপ্রকাশ এই তারিখের পরে হলেও চলবে) স্নাতকোত্তরে ৫০ শতাংশ নম্বর থাকলেও সেট পরীক্ষায় বসতে পারবেন। ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র-ছাত্রীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন www.wbcsc.org.in ওয়েবসাইটটি।

● দিল্লি সরকারের লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদের ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে দুটি পর্যায়ে। প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং এবিলিটি, এরিথ মেটিক্যাল অ্যান্ড নিউমেরিক্যাল এবিলিটি, হিন্দি এবং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ও কম্প্রিহেনশন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। স্কিলটেস্টে প্রার্থীর টাইপিং দক্ষতা যাচাই করা হবে। প্রার্থীর কম্পিউটারে ইংরেজিতে মিনিটে ৩৫টি শব্দ অথবা হিন্দিতে মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। বিস্তারিত জানতে দেখুন www.dsssbonline.nic.in

● ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজিতে সায়েন্টিফিক/ টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট 'এ' পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিজিক্স, ইলেকট্রনিক্স অ্যাপ্লায়েড ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনস, কম্পিউটার অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং সিকিউরিটি, সফটওয়্যার সিস্টেম, ইনফরমেটিক্স, কম্পিউটার ম্যানেজমেন্ট, বায়ো ইনফরমেটিক্স, রিমোট সেন্সিং, জিওগ্র্যাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস), ম্যাথমেটিক্স, অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স, কম্পিউটেশনাল লিঙ্গুইস্টিক্স, অপারেশন রিসার্চ স্যাটিস্টিক্স, ইনফরমেশন সায়েন্স, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, সিভিল এবং ডিজাইন-এর মধ্যে যে কোনও একটি বিষয়ে বা এগুলির মধ্যে এক বা একাধিক বিষয় অন্যতম বিষয় হিসেবে পড়ে বি ই বা বি টেক বা এমএসসি বা এমএস বা এমসিএ। ওয়েবসাইট: www.nielit.gov.in

উপার্জনের পথ

'গুগল'-এর ভুল ধরে আয় করুন

বর্তমান সময় প্রযুক্তিনির্ভর। ছোট বয়স থেকেই এখন ইন্টারনেট সম্পর্কে মানুষ ওয়াকিবহাল। তাই অনেক কিছুই এখন হাতের মুঠোয়। সেই সঙ্গে নিজের রোজগারের উপায়েও মানুষ ইন্টারনেট ঘেঁটে বের করে ফেলেছে। যদি আপনি টেকনোলজি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহল হন তবে আপনি বাড়িতে বসেই লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করতে পারবেন। Google-এর ভুল ধরতে পারলেই কেল্লাফতে। ঘরে বসেই আপনার হাতে চলে আসবে মোটা টাকা। যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। শুধু আপনার দৃষ্টি একটু সজাগ হতে হবে। সেইসঙ্গে থাকতে হবে ইন্টারনেট সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান। যাঁদের কাছে রয়েছে সাধারণ জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার তাঁরা খুব সহজেই এই কাজ করতে পারেন।

একটু খোঁজ-খবর করে জেনে নিতে হবে, কী করে আপনিও এই কাজের অংশীদার হতে পারেন।

Google কিছু সময় পর পর তাদের প্রোডাক্টের রিভিউ করে। গুগল সবসময় চেষ্টা করে যে তাদের প্রোডাক্টে কোনও রকমের খুঁত যেন না থাকে, যাতে কোম্পানি আর ইউজার্সদের কোনও রকমের ক্ষতি না হয়। কোম্পানি সবসময় এই বিষয়ে সচেতন থাকে আর এই বিষয়ে কাজ করতে থাকে। গুগল এবার সবার জন্য একটি অফার নিয়ে এসেছে আর আপনি এই অফারের ফলে বেশ কিছু টাকা পেতে পারবেন।

আপনি এই অফারে প্রায় ২ লক্ষ পর্যন্ত টাকা পর্যন্ত রোজগার করতে পারেন। মানে আপনি লক্ষ থেকে কোটি টাকাও আয় করতে পারেন।

এই কাজের সব থেকে বড় সুবিধা হল, আপনি পড়াশোনা করার ফাঁকে এই কাজ বাড়ি থেকে বসেই করে ফেলতে পারেন।

Google-এর চারটি স্কিমে টাকা পেতে পারেন। কোম্পানি তাদের পরিষেবার ত্রুটি দূর করা আর পরিষেবা ভালো করার জন্য গুগল সাধারণ মানুষদের এর অংশীদার করেছে।

গুগল ভালনারেবিলিটি প্রোগ্রাম

পেজ রিওয়ার্ড প্রোগ্রাম

ক্রোম রিওয়ার্ড প্রোগ্রাম

অ্যান্ড্রয়েড সিকিউরিটি রিওয়ার্ড প্রোগ্রাম।

এই চারটি প্রোগ্রামে আলাদা আলাদা প্রোডাক্ট কভার থাকে আর সবগুলিতেই আলাদা রিওয়ার্ড পাওয়া যাবে।

টাকার জন্য আপনাকে গুগলের ত্রুটি জানাতে হবে।

এই টাকা পাওয়ার জন্য আপনাকে গুগল প্রোডাক্টের কোনও ত্রুটির কথা বলতে হবে যা কোনও সুরক্ষা-সংক্রান্ত খবর দিয়েও আপনি টাকা ইনকাম করতে পারবেন। এই সমস্যাগুলিকেও ৪টি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ক্রিটিকাল, হাই, মডারেট আর লো-এর মতো অপশন আছে। যদি কোনও রকমের ত্রুটির কথা জানাতে পারেন তার জন্য পুরস্কার রয়েছে। সেইসঙ্গে সেই ত্রুটির যদি কোনও সমাধানসূত্রও আপনি বলে দেন তার জন্য রয়েছে উপযুক্ত রিওয়ার্ড। অর্থাৎ টাকার পরিমাণ বাড়বে আপনার। তবে শুধু ত্রুটি বললেও আপনি পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবেন না। এই অফারে টাকা উপার্জন করতে হলে প্রথমে গুগলের ওয়েবসাইটে (www.google.com/about/appsecurity/programs-home/) যান। সেখানে আপনি ৫টি স্কিম পাবেন। আপনি সবকটি স্কিমে ক্লিক করে দেখতে পারবেন, কোন স্কিমে কোন প্রোডাক্ট বা পরিষেবা আছে আর তাতে কোন লেভেলে আপনি কত রিওয়ার্ড পাবেন।

আগামী সপ্তাহে থাকবে
কেরিয়ার তৈরি করতে
জিওলজি
নিয়ে পড়াশোনা

পড়তে থাকুন টার্গেট@কেরিয়ার